ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 October, 2023 ■ আগরতলা ৪ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১৬ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলায় অভিযুক্তদের মৃত্যুদন্ড দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ অক্টোবর।। ২০১৯ সালের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর ৪১ জনের ক্রমাগত সাক্ষী দানের পরে মঙ্গলবার তিন অক্টোবর বিশেষ আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা সৌরভচন্দ্র নাথ এবং দিবাকর দাসকে তিনটি ধারায় মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছেন। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১৭ জুন সন্ধ্যা ছয়টায় ছয় বছরের একটি নাবালিকা পদ্মপুর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সেই নাবালিকার মা শুক্লা তাঁতি সৌরভ চন্দ্রনাথের বাড়িতে ভাড়া থাকতো এবং পাশের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতো। সৌরভ ৬ বছরের নাবালিকাকে নিয়ে প্রায়ই ঘুরতে যেত বলে জানা গেছে। ২০১৯ সালের ১৭ জুন সন্ধ্যা ছয়টায় নাবালিকাটিকে না পাওয়ায় সবাই খোঁজাখুঁজি করতে থাকে কিন্তু তার কোনো হদিশ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ওইদিন রাতে ধর্মনগর মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরী করে শুক্লা তাঁতি। পরদিন সকালে হাফলং এর কার্গিল টিলার নিচে নাবালিকাটির মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। খবর দেওয়া হয় শুক্লা তাঁতিকে ও স্থানীয় পুলিশকে।

শুক্লা তাঁতি মৃতদেহ শনাক্ত করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। পুলিশ সৌরভ চন্দ্রনাথ (১৯) এবং দিবাকর দাস (২০) তাদেরকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করে। সৌরভের বাড়ি পদ্মপুর এলাকার মধুবাড়ি রোডে এবং দিবাকর এর বাড়ি পদ্মপুর এলাকায়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা থানার সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্চিতা নাথ মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষ করে ২০১৯ সালের ২৫ নভেম্বর মামলার চার্জশিট জমা দেয়। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩/ ৩৭৬ বি/ ৩৭৬ ডি/ ৩০২/ ২০১ এবং পকসো আইনের ৬নং ধারায় বিচার চলতে থাকে। বিচারকের সামনে অভিযুক্ত সৌরভ এবং দিবাকর জানায় তারা নাবালিকা মেয়েটিকে হাফলং এর কার্গিল টিলায় নিয়ে গিয়ে সৌরভ প্রথমে মেয়েটিকে ধর্ষজুক্তছে। তখনই যন্ত্রণায় মেয়েটি মারা যায়। মারা যাওয়া মেয়েটিকে দিবাকর পুনরায় ধর্ষণ করে। তখন দুইজনই মদমত্ত অবস্থায় ছিল বলে জানায়। মোট ৪১ জন সাক্ষীদাতার সাক্ষ্যদানের পর বিচারক অংশুমান দেববর্মা গত ২০ সেপ্টেম্বর সৌরভ এবং দিবাকর কে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ৩ অক্টোবর বিচারক অংশুমান দেববর্মা মামলার রায় প্রদান করেন। পকসো আইন এর ৬নং ধারা অনুযায়ী দুইজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন। অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়। ৩৭৬ ডি ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়। আর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ নং ধারায় দুজনকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন বিচারক।সরকারি আইনজীবী হিসেবে মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী সুদর্শন শর্মা।

উল্লেখ্য ২০১৯ সালের এই জঘন্য ঘটনার জন্য বিচারকের আদেশকে ধর্মনগরবাসীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

কানাডার ৪০ জন কূটনীতিককে ভারত ছাড়ার নির্দেশ নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : কানাডায় খলিস্তানপন্থী নেতা খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। এমন সময়ে দিল্লিতে অবস্থানরত ৪০ জন কানাডিয়ান কূটনীতিককে দেশে ফেরত নিতে বলেছে ভারত। এর জন্য রীতিমতো সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ১০ অক্টোবরের মধ্যে ভারতে থাকা কানাডার কূটনীতিকদের দেশে ফিরে যেতে হবে। এভাবেই কানাডার জাস্টিন ট্রুডো সরকারকে কড়া বার্তা দিয়েছে ভারত।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, 'কানাডায় ভারতের যে সংখ্যক কূটনীতিক রয়েছেন, সেই তুলনায় নয়াদিল্লিতে কানাডার কূটনীতিকদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। তাই দু'দেশের মধ্যে সমতা বজায় রাখতেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ১০ তারিখের মধ্যেই কানাডার ৪০ জন কূটনীতিককে দিল্লি থেকে দেশে ফিরতে হবে।

গত জুন মাসে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে খুন হন খলিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জর। এর পর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেন, খলিস্তানি নেতা খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এর পর থেকে ভারত-কানাডা টানাপোড়েন অব্যাহত। দুই দেশ থেকেই অপর দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়েছে। আমেরিকার মাটিতে এনিয়ে সুর চড়িয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "কানাডা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আখড়া হয়ে উঠেছে। যা খুবই উদ্বেগজনক। আমাদের উচিত এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা। ভারত সব সময় এর বিরোধিতা করবে।" নিজ্জর হত্যা নিয়ে দুই দেশের টালমাটাল পরিস্থিতিতে ভারতে বসবাসকারী ও ঘুরতে যাওয়া কানাডার নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে কানাডা সরকার। পালটা কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় পড়ুয়া এবং নাগরিকদের সতর্ক থাকতে নির্দেশিকা জারি করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এমনকী কানাডার নাগরিকদের ভিসা দেওয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার।

এবার কানাডার কূটনীতিকদের ফেরাতে বলল ভারত। উল্লেখ্য, ভারতে মোট ৬১ জন কানাডিয়ান কূটনৈতিক রয়েছেন। অর্থাৎ ৪০ জনকে ফেরানো হলেও আরও ২১ জন ভারতে কাজ করবেন। এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচীর বক্তব্য, কানাডায় ভারতের যে সংখ্যক কূটনীতিক রয়েছেন, নয়াদিল্লিতে কানাডার কূটনীতিকদের সংখ্যা তারচেয়ে অনেকটাই বেশি। দুই দেশের মধ্যে সমতা রাখার জন্যই ৪০ জন কূটনীতিককে ফেরানের নির্দেশ দিয়েছে ভারত।

দিল্লির দ্বারকায় নতুন ত্রিপুরা ভবনের জন্য জমি বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। নয়াদিল্লিতে নতুন একটি ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য ২,৯৩০ বর্গমিটার জমি বরাদ্দ করেছে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইনস্টিটিউশনাল ল্যাণ্ড বা'। নয়াদিল্লির দ্বারকায় সেক্টর ১৭'র প্লট নং ৩-তে এই জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইনস্টিটিউশনাল ল্যাণ্ড বা'র ডেপুটি ডিরেক্টর (আই এল) নয়াদিল্লিস্থিত ত্রিপুরা ভবনের স্পেশাল চিফ রেসিডেন্স

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পেলেন ৩ বিজ্ঞানী

জেনেভা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী। মঙ্গলবার রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এই পুরস্কারের জন্য তিন দেশের তিনজন বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করে। তারা হলেন পিয়েরে অ্যাগোস্টিনি, ফেরেঙ্ক ক্রাউস, অ্যান ল" হুইলিয়ার। এঁদের মধ্যে পিয়েরে মার্কিন নাগরিক, ফেরেঙ্ক জার্মানি ও অ্যান সুইডেনের বাসিন্দা। ইলেকট্রন গতিবিদ্যার গবেষণায় অবদানের জন্য তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয় বলে নোবেল কমিটি জানায়। নোবেল কমিটির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজে ভর্তির নামে ৫ কোটি হাতিয়ে নিল প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩ অক্টোবর।। বহিঃ রাজ্যে কলেজে ভর্তির নামে পাঁচ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে।এই প্রতারনার ফাঁদে পড়েছেন শুধুমাত্র সোনামুড়ায় প্রায় ৩০ জন। পাশাপাশি অপর একজন পড়ুয়া প্রতারিত হয়েছে উদয়পুরে বলে খবর। ঘটনা প্রকাশ্যের আসতেই মাথায় হাত প্রতারিত অভিভাবকদের।প্রতারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ বেঙ্গালুরুতে ডি ফার্মাতে ভর্তির নামে বক্সনগর পুটিয়ার এক ছাত্রীর অভিভাবকের কাছ থেকে দফায় দফায় টাকা নেয় উদয়পুরের আজার কাজি নামে এক যুবক। গত মে মাসে দেড় লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় যুবক। কিন্তু টাকার কোন রিসিট না দেওয়ার মহিলার সন্দেহ হয়। প্রতারক জানায় আগস্ট মাসে ভর্তি করানোর সময় এলে বাকী টাকা কলেজেই দিতে হবে। সেই মোতাবেক আগস্ট মাসে ব্যাঙ্গালোরের যান মহিলা। কলেজে গিয়ে ঘুরিয়ে প্রতারক মহিলার কাছে থেকে ডোনেশন সহ অতিরিক্ত ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা দাবী করেছে ওই প্রতারককারী যুবক, এমনটাই অভিযোগ মিলেছে। মহিলা স্পষ্ট জানিয়ে দেন ডোনেশন দিয়ে তিনি মেয়েকে পড়াবেন না। প্রতারক তাদের নিয়ে যায় অপর একটি কলেজে। সেখানে গিয়ে আরো টাকা দাবি করে প্রতারক আজার কাজি। কলেজে ভর্তি করিয়ে মহিলা চলে আসেন। বিগত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর মেয়েকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয় টাকা না দেওয়ায়। এরপরই মহিলা প্রতারককে ফোন করে জানালে সে বি ফার্মাতে ওই ছাত্রীকে ভর্তি হতে বলে। মহিলা কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের হুশীয়ারি দিলে অপর একটি কলেজে ইস টু এস কোর্সে ভর্তি করায় প্রতারক যুবক। কিন্তু সেখানেও কলেজ থেকে জানিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যানবাহন থামিয়ে চাঁদা তোলা যাবে না ঃ পরিবহন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। সরকারি নির্দেশিকা মেনে ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলিকে পুজোর আয়োজন করতে হবে। যানবাহন থামিয়ে কোনও অবস্থাতেই চাঁদা সংগ্রহ করা যাবে না। চাঁদা নিয়ে জলুমবাজিও করা চলবে না। আজ জিরানীয়া মহকুমার অগিবীণা হলে মহকুমার ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। সভায় পর্যটনমন্ত্রী প্রশাসনের সমস্ত নিয়মনীতি মেনে সুস্থ ও সুন্দরভাবে শারদোৎসব আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, বিজয়া দশমীর সময় মূর্তি বিসর্জন যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয় সেজন্যও মহকুমা প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে। সভায় মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা ও মহকুমা পুলিশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত এনএলএফটি ও এটিটিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা(এনএলএফটি) এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স(এটিটিএফ) এবং তাদের সব উপ দল ও শাখা সংগঠন পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষিত হল। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এনএলএফটি এবং এটিটিএফ তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা বিদ্রোহী ও সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এভাবে সরকারকে ক্ষুণ্ণ করছে এবং তারা জনগনের মধ্যে ত্রাস ছড়াচ্ছে। তাদের সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বের অন্যান্য অবৈধ সংগঠনগুলি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কাজে তারা প্রতিনিয়ত লিপ্ত হচ্ছে। তাই বেআইনি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন নেশাকারবারী সহ ১৫ লাখ টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ফের শহরের কুখ্যাত নেশা কারবারীদের আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এদিনের এই নেশা বিরোধী অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ দত্ত জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় নেশার সাম্রাজ্য বিস্তার করে বসেছিল প্রদীপ কুমার দাস ওরফে নিরু। কিন্তু তাকে জালে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন পুলিশ আধিকারিকেরা। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার বিকেলে মহারাজগঞ্জ থানা ও পূর্ব থানার যৌথ উদ্যোগে প্রদীপ কুমার দাসকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি এসকফ, ইয়াবা ট্যাবলেট , তার নেশার বানিজ্যে ব্যবহৃত বাইক ও মোবাইল ফোন আটক করেছে পুলিশ। পরবর্তীতে তার সহযোগিতায় আস্তাবল এলাকা থেকে আরও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসকের মুখগহ্বরে অস্ত্রোপচার করলেন চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। রাজধর্ম পালন করার পাশাপাশি আজ চিকিতক হিসেবে মানুষকে সেবা করার মহৎ ধর্ম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা। দন্ত বিশেষজ্ঞ হিসেবে আজ তিনি এমবিবিএস ডাক্তারের মুখগহ্বরে বিশেষ অস্ত্রোপচার করেছেন। রোগী বর্তমানে সুস্থ আছে।

অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝেও আজ মুখ্যমন্ত্রী পুরোনো কর্মস্থল ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে দূর্ঘটনায় আহত জনৈক এমবিবিএস ডাক্তারের মুখগহ্বরে বিশেষ অস্ত্রোপচার করেন। এক সময় ডঃ মানিক সাহার ছাত্র ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি একজন এমবিবিএস ডাক্তার। দুর্ঘটনায় তাঁর ডান চোয়ালের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারটি সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাস্তায় তোরন খুলে নেবার নির্দেশ

নিগমের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। দূর্গা পূজায় আলোকসজ্জার নাম করে ক্লাবগুলি শহরের রাস্তার মাঝখানে তৈরি করছে তোরন বা গেইট। বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করার জন্য বিভিন্ন ক্লাবের বিরুদ্ধে আজ অভিযানে নেমেছে আগরতলা পুর নিগম।

দূর্গোৎসবে শহরকে আলোক সজ্জায় সাজিয়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্লাবগুলি রাস্তায় তোরন বা গেইট নির্মাণ করছে। তাতে বিভিন্ন ক্লাব বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করে নিচ্ছে। এরই বিরুদ্ধে অভিযানে নামে নিগমের আধিকারিকরা। বেআইনীভাবে রাস্তা দখল করার জন্য রামকৃষ্ণ ক্লাব এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবকে নির্মিত গেইট খুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুর নিগম। যে সব ক্লাব পুর নিগমের নির্দেশ পালন করবে না ওই ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবহা গ্রহণ করা হবে বলে জানান নিগমের আধিকারিক।

উল্লেখ্য, শহর জুড়ে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে পুর নিগম। বিভিন্ন স্ট্রিট ফুডের দোকান যেগুলি বেআইনিভাবে রাস্তায় পসরা সাজিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে প্রতিনিয়ত। মূলত শহরের সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যেই এই অভিযান বলে জানিয়েছেন মেয়র। এদিকে, রাস্তার দুইপাশে সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে তোলা দোকানপাট ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। আজ সকালে জিবি বাজার এলাকায় জবরদখলে থাকা দোকানগুলি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, জিবি বাজারের রাস্তা দীর্ঘ করা এবং আগরতলা শহরকে যানজটমুক্ত করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এদিন আগরতলা মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছেন, রাস্তার দুই পাশে সরকারি জায়গায় বেআইনিভাবে দোকানপাট গড়ে তোলা হয়েছে। বেআইনি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ অবরোধে করে হুঁশিয়ারি

পানীয় জল ও ব্রীজের দাবি পূরণ না হলে নির্বাচন বয়কট করবে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ৩ অক্টোবর।। পানীয় জল ও ব্রীজের দাবীতে পথ অবরোধ করলো এলাকাবাসী। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছামনু দেবেন্দ্রপাড়া এলাকায়। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই তীব্র পানীয় জল ও বিদুৎ সমস্যায় জর্জরিত ছিল এলাকাবাসীরা। এছাড়াও ছামনু নদীতে ব্রীজ না থাকায় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

আপাতকালীন কোন রোগীকে জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এলাকাবাসীদের।

অবরোধকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী ছামনু হাসপাতাল থাকা সত্বেও ব্রীজ না থাকার কারনে ঘরেই বাচ্চা প্রসব করাতে হয় তাদের। তাছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুল্যতার জন্য এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাও আজ সংকটের মুখে। অপরিশুদ্ধ পানীয় জল পান করে সারা বছর পেটের রোগে ভুগতে হয় তাদের। এমনই অভিযোগ বারবার উঠে আসছে এলাকা থেকে। বারবার অভিযোগ করা সত্বেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছেনা। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তর নয় বিজেপি মন্ত্রী থেকে শুরু করে তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকেও লিখিতভাবে আবেদন করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

অগ্যত ৩ অক্টোবর সকাল ৭টা নাগাদ ছামনু বনকুমারী এলাকায় মনু-ছামনু রাস্তাটি অবরোধ করে দেবেন্দ্র পাড়ার সাধারণ মানুষ। তাদের দাবী পানীয় জল ও বৈদ্যুতিক সমস্যা সমাধান করতে হবে এবং তাদের এলাকায় যাতায়াতের জন্য ছামনু নদীতে একটি পাকা ব্রিজ করে দিতে হবে। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধের পর লংতরাইভ্যালী মহকুমা অফিসের ডিসিএম সহ একাধিক আধিকারীক ঘটনাস্থলে ছুটে যান। অতিসত্বর সমস্যার সমাধান করা হবে এই প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে এলাকাবাসী। তবে অবরোধকারীরা জানায় তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিন নির্বাচনে তারা ভোট বয়কট করবে। এখন দেখার এই এলাকার সমস্যা সমাধানে আদৌ কোনো ব্যবস্থা গ্রহন হয় কিনা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩ ▫ ৪ অক্টোবর ২০২৩ইং▫ ১৬ আশ্বিন ▫ বুধবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়ন বিপদের ঘনঘটা

সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছেন। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকাইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্টচ্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পো নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে।

লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

প্রাপ্য আদায়ে দ্বিতীয় দিনে পড়ল তৃণমূলের ধর্না, যন্তরমন্তরে দিল্লি চলো প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবিতে রাজধানী দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না কর্মসূচি মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল। মঙ্গলবার দিল্লির যন্তরমন্তরে ""দিল্লি চলো"" প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও নেতা-কর্মীরা। মনরেগা কর্মীদের বকেয়া আদায়ের দাবিতে এদিন যন্তর মন্তরে ""দিল্লি চলো"" বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, সায়ানি ঘোষ, সৌগত রায়, প্রতিমা মন্ডল, অভিনেত্রী ও সাংসদ নুসরত জাহান, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'পুলিশের এমন প্রস্তুতি আমি আগে কখনও দেখিনি। দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করেছি আমরা। বিজেপি ভয় পেয়েছে। বাংলার একটাই দাবি- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে থামানোর চেষ্টা করবেন না, একদিন তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।'

শ্রীনগর একটি শান্তিপূর্ণ জেলা এবং এখানে কোনও সন্ত্রাসবাদ নেই: সিআরপিএফের আইজি

শ্রীনগর, ৩ অক্টোবর (হি.স) : সিআরপিএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল অজয় কুমার যাদব মঙ্গলবার বলেন, শ্রীনগর একটি শান্তিপূর্ণ জেলা এবং এখানে কোনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নেই। মঙ্গলবার শ্রীনগর থেকে গুজরাট পর্যন্ত মহিলা সিআরপিএফ বাইকারদের ফ্ল্যাগ অফ করার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন সাংবাদিকদের উদ্দেশে আইজি অজয় যাদব একথা বলেন।

এর আগে, এলজি মনোজ সিনহা লাল চক থেকে গুজরাট পর্যন্ত মহিলা বাইকারদের পতাকা দেখিয়ে বিদায় জানান। এই উপলক্ষ্যে, আইজি অজয় যাদব জানান, আমাদের মহিলা পুলিশ সদস্যরা তাদের পুরুষ সহযোগীদের সঙ্গে সমানভাবে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা, আরওপি, জেলের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর অপারেশনে অংশগ্রহণ করছে।

শ্রীনগরের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নে, আইজি সিআরপিএফ যাদব জানান, মঙ্গলবার শ্রীনগরের কেন্দ্রে একটি মেগা ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি এও দাবি করেন শ্রীনগরে সন্ত্রাসবাদী কোনও কার্যকলাপ নেই, শান্তি বিরাজ করছে এই জেলায়। তিনি এও দাবি করেন, এরচেয়ে সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আর কোথাও নেই।

পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ ধলাই জেলান্তর্গত পূর্ব ছাওমনুতে

লংতরাইভ্যালি (ত্রিপুরা), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : রাস্তা সংস্কার ও পানীয় জলের দাবিতে ধলাই জেলার অন্তর্গত লংতরাইভ্যালি মহকুমার দেবেন্দ্র কারবারি পাড়ার জনগণ আজ মঙ্গলবার দুপুরে পূর্ব ছাওমনু এলাকায় সড়ক অবরোধ করেছেন। ছাওমনু থেকে মনু যাওয়ার রাস্তা অবরোধের ফলে উভয় দিকে প্রচুর যানবাহন আটকে যাত্রীদের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ছাওমনু থেকে মনু যাওয়ার রাস্তার অবস্থা বেহাল। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বহুবার। সংস্কারের কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। বৃষ্টি হলেই যানবাহন চলাচলে যেমন সমস্যার সৃষ্টি হয় তেমনি পথচারীদেরও মারাত্মক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। বিষয়টি স্থানীয় পূর্ত দফতরকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। শুধু রাস্তার বেহাল অবস্থাই নয়, এলাকায় পানীয় জলেরও সমস্যা। এলাকার লোকজন এ বিষয়েও বহুবার স্থানীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরকে জানিয়েছেন। কিন্তু সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে আজ মঙ্গলবার এলাকার নারী-পুরুষ মিলে পূর্ব ছাওমনুর দেবেন্দ্র করবারি এলাকায় পথ অবরোধ করেন। পথ অবরোধের ফলে উভয় দিকে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে।

আমাদের শান্তিনিকেতন

রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো শান্তিনিকেতনকে বিশ্বের একটি সেরা ঐতিহ্যের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তার পর থেকে প্রচুর আলোচনা ও জল্পনা শুরু হয়েছে। ইতিহাস বা সংস্কৃতি নিয়ে উতাহ যত বাড়ে ততই মঙ্গল। কিন্তু স্বাভাবিক প্রশ্ন: এই বিশ্ব সম্মানটি ঠিক কী আর তা বলতে কী বোঝায়?

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে মিশরের নীল নদীর উত্তরাঞ্চলের পাথরের মন্দির ও ভাস্কর্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে চেষ্টা শুরু হয়। এর ঠিক পরেই আর একটি বৃহতবহুজাতীয় প্রকল্প ভেনিসের বিপন্ন ঐতিহ্যকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। এই দুই দৃষ্টান্তের সাফল্য দেখে ১৯৭২-এ রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রস্তাব গ্রহণ করে ১৯৭৫-এ বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মেলন শুরু করে। স্থির হয়, সারা বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চমানের ও অসামান্য ঐতিহ্যকে রক্ষা করা হবে। কোন কোন স্থানকে নির্ধারিত করা হবে, তা স্থির করবে এক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিটি। তাঁরা ওই তালিকায় কোনও ঐতিহাসিক স্থানের প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শন পরীক্ষা করবেন কঠিন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে। অতএব পুরো প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল ও কষ্টকর। প্রথমে যে বারোটি সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক স্থান আর প্রাকৃতিক অঞ্চল তালিকাভুক্ত হল তার মধ্যে ভারতের একটিও স্থান পায়নি। শুরুর দিকে এই ওয়ার্ল হেরিটেজ তালিকায় পশ্চিমি দেশগুলি পর পর বেশ কয়েকটি স্থান ঢোকাতে সফল হয়।

১৯৮৩ থেকে এই চিত্র বদলাতে শুরু করল। কোনও রাষ্ট্র বছরে দু'টির বেশি ঐতিহাসিক স্থানের প্রস্তাব দিতে পারে না এখনকার সেই নিয়ম সে সময়ে ছিল না। সে বছর ভারতের চারটি ঐতিহাসিক স্থান স্বীকৃতি পেয়েছিল: তাজমহল, অজন্তা, ইলোরা আর আগরা ফোর্ট। এত দিন পর বিশ্বের ঐতিহ্যের আসরে ভারত স্থান পেল। পরের বছর কোনার্কের সূর্য মন্দির আর তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরম এই সম্মান পেল। ১৯৮৫-তে ভারত তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলকে প্রথম বার এই ওয়ার্ল হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হল। দু'টি জাতীয় উদ্যান কাজিরাঙা ও কেওলাদেও এবং মানস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে এই সম্মানে ইউনেস্কো ভূষিত করল। এর পর থেকেই ভারত খানিক সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করল।

যদিও আমরা তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের কথা বলেছি, আর পরে আমাদের ও বাংলাদেশের সুন্দরবনও এই সম্মানে ভূষিত হয়েছে আজকের আলোচনা আমরা শুধুমাত্র বিশ্ব-স্বীকৃত ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক স্থানেই সীমিত রাখব। এ প্রসঙ্গে না বলে পারছি না যে কালিম্পঙের নেওরা উপত্যকার প্রাকৃতিক শ্রেণির বিশ্ব সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এই মুহূর্তে আমাদের ইউনেস্কো স্বীকৃত সাতটি প্রাকৃতিক ওয়ার্ল হেরিটেজ সাইট আর একটি মিশ্র অঞ্চলও আছে।

বিশ্ব জুড়ে ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র আছে ৯১৩টি, যার মধ্যে ভারতে মাত্র ৩৪টি। পার্বত্য রেলের জন্যে একটি উপশ্রেণি আছে। এতে দার্জিলিঙের টয় ট্রেন, শিমলা ও নীলগিরির রেল স্থান পেয়েছে। ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হিসাবে কুতব মিনার, লাল কেল্লা, খাজুরাহো, এলিফ্যান্টা গুহা, মহাবোধি ও চোল আমলের মন্দির, রাজস্থানে পার্বত্য দুর্গ, জয়পুরের যন্তর মন্তর, গোয়ার গির্জা, সবই আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বমানের সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক স্থানই বা কোথায়? আশ্চর্য লাগে ভাবতে শান্তিনিকেতন এই সম্মান পাওয়ার আগে এ রাজ্যে একটি ঐতিহাসিক স্থানও নথিভুক্ত হয়নি। একটি কারণ হল, দেশভাগের পর অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন ইসলামপূর্ব ধার্মিক আর ঐতিহাসিক সৌধগুলি বেশির ভাগ চলে গেল পূর্বে পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড় মহাবিহার, রাজশাহীর জগদ্দল ও হলুদ বিহার আর কুমিল্লার লালমাই ময়নাবতীর বৌদ্ধ স্থাপত্য। ইসলামীয় স্থাপত্যও বাংলাদেশে বেশি।

এ পার বাংলার সবচেয়ে বৃহতঐতিহাসিক অঞ্চল গৌড় পাণ্ডুয়া, এতই বিস্তীর্ণ আর ছড়ানো যে একটি প্রস্তাবের মধ্যে এনে সামঞ্জস্য রাখা যথেষ্ট কষ্টদায়ক আর দক্ষতার দরকার। সম্ভবত এই কারণের জন্য এএসআই (পুরাতত্ত্ব বিভাগ) এই প্রস্তাবটি আজ অবধি ইউনেস্কোর সামনে পেশই করেনি। বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও শিল্পকলা এ রাজ্যের আর একটি অমূল্য সম্পদ। ভারত সরকার ১৯৯৮ সালে এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রস্তাব বিশ্ব সংস্থাকে জমা দিয়েছিল আর ওই সংস্থা প্রচুর প্রশ্ন আর মন্তব্য দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার পর থেকে এই অবস্থার কোনও উন্নতি বা সুরাহা হয়নি। ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরে যে-হেতু দু'টির বেশি দিতে পারে না, তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষিও আছে। সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের দিকে না চেয়ে, কোনও কোনও রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে এক থেকে তিন কোটি টাকা খরচ করে নিজেদের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রস্তাব তৈরি করে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে। প্রায় দশ-বারো বছর আগে কেন্দ্রের সংস্কৃতি সচিব থাকাকালীন আমি এ কথাটিও ততালীন রাজ্য সরকারকে বলেছিলাম। এ ছাড়া বিশ্বের সম্মানযোগ্য স্থান খুব একটা বেশি নেই। হাজারদুয়ারি প্রাসাদ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো ঔপনিবেশিক অট্টালিকা নিয়ে খুব একটা দূর এগোনো যাবে না। পশ্চিমি সভ্যতা এদের অদ্বিতীয় বা অনুপম বলে স্বীকার করবে না।

শান্তিনিকেতন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে গণ্য হোক, এ স্বপ্ন বহু বছরের, দাবিও অনেক পুরনো। আবার অনেকে ভাবতেই পারেননি মাত্র বারো-তেরো দশক আগের সৃষ্টি শান্তিনিকেতন এত বড় ঐতিহাসিক মর্যাদা পেতে পারে। এই টানাপড়েনের মধ্যে চলে এল রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষ। ২০০৯-এ যখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সংস্কৃতি মন্ত্রকের দায়িত্ব নিজের কাছে রাখলেন, বেশ কিছু কাজ এগোতে শুরু করল। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ উদ্যাপনের জন্যে দু'টি জাতীয় স্তরের কমিটি স্থাপন করা হল, দু'টিরই সভাপতি প্রধানমন্ত্রী আর কার্যনির্বাহী সভাপতি হলেন ততালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। অনেক বড় পরিকল্পনার মধ্যে একটি হল শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মানের জন্য প্রস্তাব তৈরি করে পেশ করা। গৌতম সেনগুপ্ত তখন এএসআই-এর মহানির্দেশক। কাজটি তিনি আরম্ভ করলেন। হাতে সময় কম থাকায় আমরা বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি আর একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে বোলপুরে হাজির হলাম। পরিদর্শন ও আলোচনার পর উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য প্রশাসন ও সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া হল। ইতিমধ্যে ভারত সরকার সব দিক দেখে মুম্বইয়ের সংরক্ষণ স্থাপত্যবিদ আভা নারায়ণ লম্বাহকে কাগজ, ছবি, ভিডিয়ো আর প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রস্তাব একত্র করতে দিল। আভা এর আগেও ইউনেস্কোর সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাই ওদের দাবি ও পদ্ধতিও জানেন। কিন্তু তিনি বাংলা না জানায় তাঁকে সাহায্য করার জন্য কলকাতার বিশেষজ্ঞ মণীশ চক্রবর্তী সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতনকে যৌথ ভাবে এক বিশাল রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসাবে তুলে ধরা হল। তখনই সামনে এল একটি বড় সমস্যা। এই বিশাল হেরিটেজ এলাকা কোন প্রশাসনের দায়িত্বে? এর মধ্যে বিশ্বভারতী ছাড়াও বোলপুর পুরসভা, কিছু পঞ্চায়েত, শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার সকলেই জড়িয়ে আছেন। ইউনেস্কোর সাফ প্রশ্ন কাকে তারা দায়িত্বশীল পক্ষ হিসাবে বিবেচনা করবে। উত্তর মেলে না। কেউ অন্য কাউকে অভিভাবক হিসাবে মানতে নারাজ। প্রস্তাবটি ঝুলিয়ে রাখা হল। বছর তিনেক আগে গৌতম সেনগুপ্ত যখন বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা করতেন, আমরা দু'জনেই বর্তমান উপাচার্যকে এই প্রস্তাবটির ব্যাপারে মনে করালাম। মুখ্যমন্ত্রীরও আগ্রহ ছিল। কয়েক মাস আগে জানা গেল, সংস্কৃতি মন্ত্রক বোলপুরের এতগুলি প্রশাসনিক দফতরের ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে ইউনেস্কোকে জানিয়েছে যে শুধু শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক অঞ্চলের জন্যে বিশ্বমান পেলেই তারা খুশি। এটি গ্রহণ করার ফলে শান্তিনিকেতন বলে বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চলটি খুবই সীমিত হয়ে গেল ও শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও তার অসামান্য কলা-বৈশিষ্ট্য সবই বাদ পড়ে গেল।

তা সত্ত্বেও এই আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি পাওয়া রাজ্যের কাছে সত্যিই গর্বের কারণ। বিশ্ববিদ্যালয় আর বোলপুর শহরের মধ্যে বেশ কয়েক মাস ধরে যে বিবাদ চলছে তার অবসানের সময় এসেছে। পর্যটন বাড়লেই এলাকায় আয় আর কর্মসংস্থান বাড়ে। আর সমস্যাও বাড়ে। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ গৌরব পাওয়া মাত্রই ইউনেস্কোর কঠিন শর্তাবলি মানা কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে সারা পৃথিবী তা জানতে পারবে। আর এত শর্ত মানা কোনও ব্যক্তি বা একক সংস্থার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সকলে মিলেই এই দায়িত্বটি গ্রহণ করতে হবে।

একজন চিকিৎসক, একটি পরীক্ষা এবং শক্তির সংরক্ষণশীলতা

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি আমরা স্কুলেই পড়ি। বাংলাদেশের পাঠ্যক্রমে মাধ্যমিক পর্যায়েই এটা পড়ানো হয়। বিষয়টা পদার্থবিজ্ঞানের। কিন্তু আপনি কি জানেন, এই নীতির প্রথম সত্যিকার প্রমাণ দেখিয়েছিলেন একজন ডাক্তার? পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে জীববিজ্ঞানের কি কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? স্কুল-কলেজে আমরা যখন বিজ্ঞান শিখি, তখন আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা গড়ে ওঠে। আমরা অনেকেই মনে করি, দুটোর আসলে কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ কেউ এখন হালকা গলায় বা মনে মনে হয়তো বলছেন, না, সম্পর্ক যে আছে, তা আমরা জানি। যেমন থার্মোমিটার, স্টেথিস্কোপ বা এমআরআই মেশিনএ ধরনের যন্ত্রগুলো তো পদার্থবিজ্ঞান আর প্রকৌশল মিলেঝিলেই বানানো হয়েছে। কিন্তু আমরা ফলিত বিজ্ঞান বা প্রকৌশল নিয়ে কথা বলছি না। একদম তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানের শাখাগুলোর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছি। আর বাস্তবতা হলো, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই পরস্পর সংশ্লিষ্ট।

আমাদের দেহের কথাই ধরুন। আমাদের দেহের ভেতরের সব প্রক্রিয়ায় আসলে রাসায়নিক। যেহেতু জীবের ভেতরে ঘটে, তাই এসব প্রক্রিয়াকে বলা হয় জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া। তবে মোটা দাগে বিষয়টি জীববিজ্ঞানেরই আলোচনার বিষয়। আবার আপনি যে হাত নাড়ছেন, হাত সংকোচিত-প্রসারিত হচ্ছে, পা চালাচ্ছেন, চোখে আলো পড়লে ছবি তৈরি হচ্ছে মস্তিষ্কেএসব কীভাবে ঘটছে, তার ব্যাখ্যার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের দারস্থ না হয়ে উপায় নেই।তবে এসব আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। খালি চোখে একদম পদার্থবিজ্ঞানের বিষয় বলেই মনে হয়, এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা। শিরোনাম ও প্রথম অনুচ্ছেদেই নিশ্চয় বুঝে গেছেন, আলোচ্য বিষয় শক্তির সংরক্ষণশীলতা।

এই সংরক্ষণশীলতা বিষয়টি আসলে কী? বিজ্ঞানীরা আসলে সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। বাংলায় এই বিষয়টিসাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করাকে বলা হয় 'পরিভাষা'। সংরক্ষণশীলতা তেমনি একটি পরিভাষা। এর অর্থ, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। আপনি যত যা-ই করেন, পরিমাণটি অপরিবর্তিত থাকবে। মানে, একই থাকবে। শক্তির সংরক্ষণশীলতা মানে আসলে তা-ই। এটি তাপগতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। কথাটাকে বর্ণনা করতে বলা হয়, মহাবিশ্বে শক্তির ধ্বংস বা সৃষ্টি নেই। শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয়।

কথাটার মানে হলো, শক্তির অনেকগুলো রূপ আছে। তাপশক্তি, আলোকশক্তি, গতিশক্তি, বিভবশক্তি, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি। তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে যন্ত্র চালানো হয়, গাড়ি চালানো হয়। এরকম এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মহাবিশ্বে শক্তির মোট পরিমাণ সবসময় একই থাকে।

বিষয়টি যে পদার্থবিজ্ঞানের, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে জীববিজ্ঞান কীভাবে এল? এল, যখন আমরা এই নীতিটিকে জীবদেহে প্রয়োগ করলাম। একজন চিকিৎসক তাই করেছিলেন। তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন, শক্তির সংরক্ষণশীলতা জীবদেহের জন্যও সত্যি। আর এর মাধ্যমেই প্রথম এ নীতির সত্যিকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। কীভাবে, চলুন, সেই কাহিনি শুনে আসি।

২

ভদ্রলোকের নাম জুলিয়াস রবার্ট ভন মায়ার। জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ, রাসায়নিক এবং পদার্থবিদ। শেষের তকমাটি যাঁর আলোচ্য পরীক্ষাটির জন্যই জুটেছে। তাপগতিবিদ্যার জনকদের একজন হিসাবে গণ্য করা হয় তাঁকে। ১৮১৪ সালে জার্মানির নেকার নদীর তীরের হিলব্রন শহরে তাঁর জন্ম। পড়াশোনা করেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে। ১৮৪০ সালে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে চাকরি নিয়েছেন এক জাহাজে চিকিৎসক হিসেবে। তখন তাঁর বয়স ২৫। এই জাহাজ যখন ডাচ অধিকৃত ইস্ট ইন্ডিজে (এশিয়া) পৌঁছায়, তখন কিছু নাবিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের চিকিৎসা করতে গিয়ে জীবদেহ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন মায়ার। ততদিনে ফরাসি রসায়নবিদ অ্যান্টনি ল্যাভয়েসিয়ে (সঠিক উচ্চারণ, অঁতোয়ান লাভোয়াজিয়ে) নিজের একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন বিশ্বের সামনে। দাবি করেছেন, মানুষের দেহে তাপ উৎপাদনের পেছনে রয়েছে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে খাবার পোড়ানো। মানুষ যা খায়, দেহ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে তা পুড়িয়ে শরীর উষ্ণ রাখার মতো তাপ উৎপাদন করে। মায়ার এই অসুস্থ নাবিকদের চিকিৎসা করতে গিয়ে টের পেলেন, তাঁদের শিরার রক্ত ধমনীর রক্তের মতোই লাল। বিষয়টা তাঁকে ভাবায়। কারণ, মানুষের ধমনীর রক্ত হলো বিশুদ্ধ অক্সিজেনবাহী রক্ত। ফুসফুস থেকে এই রক্ত শরীরের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আর শিরার রক্ত হলো কার্বন ডাই-অক্সাইডবাহী দূষিত রক্ত। শরীরের নানা প্রান্ত থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে পৌঁছায়, তারপর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। মায়ার জার্মানিতে চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেছেন, শিরার রক্ত খানিকটা কালচে হয়। এখানে তাহলে একই জিনিস ঘটছে না কেন? তিনি ভেবে ভেবে একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এর পেছনে রয়েছে জলবায়ু। জার্মানির জলবায়ু তুলনামূলক শীতল। শরীরের তাই বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড পোড়াতে হয়। সেই কার্বন ডাই-অক্সাইডের অবশেষ শিরার রক্তে মিশে যায় বলেই রক্ত কালচে হয়ে যায় কিছুটা। ইস্ট ইন্ডিজের আবহাওয়া তুলনামূলক উষ্ণ। এটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের অংশ। তাই অল্প কার্বন ডাই-অক্সাইড পুড়িয়েই শরীর প্রয়োজনীয় উষ্ণতা তৈরি করতে পারে। সে জন্যই এখানে নাবিকদের শিরার রক্ত কালচে হয়নি অতটা, বরং ধমনীর রক্তের মতো লালই রয়ে গেছে।

এ থেকে মায়ার একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে এলেন। দেহে শক্তি উৎপাদনের মূল প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই জারণ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় অক্সিডেশন। মানে, অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া। আর এই বিক্রিয়াকে একদম সহজ ভাষায় বলা যায়, পোড়ানো। অর্থাৎ দেহ খাদ্য পুড়িয়েই প্রয়োজনীয় সব ধরনের শক্তি উৎপাদন করে। তাপও একধরনের শক্তি। তাই প্রয়োজনীয় তাপও এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। মায়ার একদম খাঁটি বিজ্ঞানী। তিনি শুধু ভেবে সন্তুষ্ট নন, পরীক্ষা করতে চান। কীভাবে পরীক্ষা করা যায়? ভেবে ভেবে মায়ার সবচেয়ে সহজ সমাধানটাই বেছে নেন। পরীক্ষাটা করতে হবে কিছু ইঁদুরকে নিয়ে। তাদেরকে খাওয়াতে হবে। তারপর দেখতে হবে, তাদের দেহে কী পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু সেটা যে এই খাদ্য পোড়ানোর ফলেই উৎপাদিত হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত করার উপায় কী? উপায়টা খুব সহজ। এই পরিমাণ খাদ্যকে পোড়াতে হবে সরাসরি। তারপর দেখতে হবে, এ সময় কী পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। আগেই বলেছি, এটা শক্তির একটা রূপ। কাজেই, খাদ্য পুড়িয়ে উৎপাদিত তাপ এবং খাবার খাওয়ার ফলে দেহে উৎপন্ন শক্তির মান যদি সমান হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, দেহে কোনো শক্তি হুট করে চলে আসছে না বা সৃষ্টি হচ্ছে না। শুধু রূপান্তরিত হচ্ছে। মায়ার এই পরীক্ষা করলেন হাতে-কলমে। দেখলেন, তাঁর অনুমান সঠিক। বিষয়টাকে একদম লিখিতভাবে প্রকাশ করলেন তিনি। সেই আপ্ত বাক্যটিশক্তির কোনো সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয়, এটাকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। মায়ারের কাজটি শুধু পদার্থবিজ্ঞানের জন্য নয়, গোটা বিজ্ঞান জগতের জন্যই ছিল এক দারুণ গবেষণা। কারণ, তাঁর গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, মহাবিশ্বের নিয়মের কাছে জীবদেহ আসলে বিশেষ কিছু নয়।

৩

জুলিয়াস

সিঙ্গল বেঞ্চ তদন্তে অখুশি অভিষেক, প্রশ্ন তুলে গেলেন ডিভিশন বেঞ্চে

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : ইডির হাজিরা এড়াতে কৌশলী পদক্ষেপ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি অমৃতা সিংহের নির্দেশের ব্যাখ্যা চেয়ে তিনি হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন। পাশাপাশি, মঙ্গলবার ইডির হাজিরা এড়ানোর আবেদনও ডিভিশন বেঞ্চে জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ইডি। কিন্তু তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মঙ্গলবার কলকাতায় নেই। তিনি দিল্লিতে দলের কর্মসূচিতে ব্যস্ত। কলকাতায় ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। হাজিরা না দেওয়ার কথা অভিষেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য দিকে, কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ ইডিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনও ভাবেই যাতে ৩ অক্টোবরের তদন্তপ্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এই পরিস্থিতিতে মামলা দায়েরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে মঙ্গলবার দুপুরেই।

আবেদনে অভিষেকের যুক্তি, তাঁকে মামলায় যুক্ত না করেই সিঙ্গল বেঞ্চ নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য শোনা হয়নি। অথচ, বিচারপতির নির্দেশ অভিষেকের অধিকার এবং স্বার্থকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। আবেদনে তাঁর আরও বক্তব্য, তদন্তকারী সংস্থার তদন্তপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছেন বিচারপতি। তিনি নির্দিষ্ট ভাবে অভিষেক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ইডিকে পদক্ষেপ করতে বলেছেন।

শুধু তা-ই নয়, পদক্ষেপ না করলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের হুমকিও দিয়েছেন। এ ভাবে বিচারপতি সিংহ ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করছেন বলে দাবি।

বন্দে ভারতের নিরাপত্তায় সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার আর্জি তথাগতর

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : বন্দে ভারত ট্রেন নাশকতার চেষ্টা থেকে রক্ষা পাওয়ার পর পর্যাপ্ত সতর্কতা নেওয়ার কথা বললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

মঙ্গলবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, ''একজন প্রাক্তন রেলকর্মী হিসাবে আমি জানি যদি ড্রাইভার সময়মতো তাঁর ট্রেন থামিয়ে না দিতেন, নাশকতার পরিষ্কার প্রচেষ্টা হত। এখন একটাই উপায়: স্বাভাবিক সন্দেহভাজনদের আটক করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন যতক্ষণ না তারা ছড়িয়ে পড়ে।''

প্রসঙ্গত, সোমবার উদয়পুর-জয়পুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সজাগ লোকোমোটিভ পাইলটরা ট্র্যাকে পাথর এবং অন্যান্য বাধা লক্ষ্য করার পরে একটি বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করেছেন। জরুরি ব্রেক প্রয়োগ করেন লোকোমোটিভ পাইলটরা।

রাঁচির জেএন কলেজের মেন গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

রাঁচি, ৩ অক্টোবর (হি.স) : কলেজের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে রাঁচির জেএন কলেজের প্রধান দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে পড়ুয়ারা। ধুরওয়া থানা এলাকার জগন্নাথপুর কলেজের (জেএন কলেজ) মেন গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। কলেজের নৃবিজ্ঞান বিভাগের এইচওডি অধ্যাপক রবিভূষণ সাহুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতেই ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

অধ্যাপক রবিভূষণ সাহুর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কলেজের মহিলা সহকারী অধ্যাপকদের নির্যাতন ও শারীরিকভাবে শোষণ করার অভিযোগ রয়েছে। সহকারী মহিলা অধ্যাপক এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহিলা থানা, রাজভবন, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং ভিসিকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপক রবিভূষণ সাহুর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা কোনও তরফ থেকেই না নেওয়ায় ছাত্ররা মঙ্গলবার কলেজের মেন গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের বোঝানোর চেষ্টা শুরু করেছে।

হংকংকে ১৩ গোল দিয়ে সেমিফাইনালে বন্দনা-দীপিকারা

হানঝাউ, ৩ অক্টোবর (হি.স.): এশিয়াডে হকিতে দুরন্ত গতিতে এগোচ্ছে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা টিম। হরমনপ্রীত সিংরা গ্রুপের ম্যাচে প্রতিপক্ষদের বিধ্বস্ত করে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন। ঠিক একই ভাবে সবিতা পুনিয়ারাও গ্রুপের প্রতিটি ম্যাচে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করে সেমিফাইনালে উঠলেন। গ্রুপ পর্বে ৩৩টি গোল করেছেন ভারতের মেয়েরা। আজ, হংকংয়ের বিরুদ্ধে ১৩-০ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন দীপিকা-বন্দনারা।

আজকের ম্যাচে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার বন্দনা কাতারিয়া, দীপ গ্রেস এক্কা এবং দীপিকার হ্যাটট্রিক ছাড়াও গোল করেছেন মনিকা, সঙ্গীতা কুমারি, নভনীত কৌর এবং বৈষ্ণবী।

সাইবার আক্রমণ রুখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রস্তুত করবে কানপুর আইআইটি

কানপুর, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : কানপুর আইআইটি সাইবার আক্রমণ রুখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করবে। এবার থেকে আইআইটি কানপুরের তৈরি প্রযুক্তি সারাদেশে সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। মঙ্গলবার কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এসআইআইসি-র ইনচার্জ প্রফেসর অঙ্কুশ শর্মা এই তথ্য জানিয়েছেন। সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক স্টার্টআপ কাজ করছে। খুব শিগগিরই কানপুর আইআইটির উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ শুরু করবে।

তিনি মঙ্গলবার জানান, আইআইটি কানপুর ৪১টি স্টার্টআপ তৈরি করছে। এই স্টার্টআপগুলি সারাদেশে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করবে। এই কাজের জন্য আইআইটি বিভিন্ন মাধ্যমে ৯০২ লক্ষ টাকার তহবিল সংগ্রহ করেছে। যা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে স্টার্টআপকে শক্তিশালী করবে।

অঙ্কুশ শর্মা আরও জানান, ইনকিউবেশন অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার অক্টোবর মাসকে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস হিসেবে উদযাপন করছে। এই অভিযানের আওতায় আইআইটি সাইবার নিরাপত্তাকে চারভাগে বিভক্ত করেছে।

সেই অনুযায়ী স্টার্টআপ তৈরি করা হচ্ছে। প্রথমটি হল নিরাপত্তা পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা, দ্বিতীয়টি হল সাইবার আক্রমণ শনাক্ত করা এবং সেগুলি এড়াতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তৃতীয়টি হল তথ্য এবং গোপনীয়তার নিরাপত্তা প্রদান করা এবং চতুর্থটি হল প্রযুক্তির বিকাশের পাশাপাশি সচেতনতা তৈরি করা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯০ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি। যদিও মঙ্গলবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

রোগী মৃত্যুতে ধুন্ধুমার তেহট্টের হাসপাতালে, গাফিলতির অভিযোগ

নদিয়া, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : আশঙ্কাজনক অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও সঠিক চিকিৎসা হয়নি। তার জেরেই মৃত্যু হল এক মহিলার। মঙ্গলবার এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে তেহট্টের মহকুমা হাসপাতালে।

শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গিয়েছে, মৃতার পরিবারের তরফে গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করা হবে হাসপাতালের সুপারের কাছে। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধেবেলা মঞ্জু মন্ডল নামে ৪১ বছর বয়সি এক গৃহবধূকে তেহট্টের মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিকভাবে তাঁর চিকিৎসাও শুরু হয়। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। দ্রুত তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে বারবার ডেকেও ডাক্তার বা নার্স কাউকেই পাওয়া যায়নি বলে মঞ্জুদেবীর পরিবারের অভিযোগ।

জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলেও রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে নার্সদের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় মঞ্জুদেবীর।

এরপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মৃতের পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তেহট্ট থানার পুলিশ। তাঁদের হস্তক্ষেপে কোনওমতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মঞ্জুদেবীর ছেলে অভিজিৎ মণ্ডলের দাবি, দীর্ঘক্ষণ ধরে অসুস্থ থাকার পরেও তাঁর মায়ের সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি হাসপাতাল। তাই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনে হাসপাতাল সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করবেন তাঁরা।

নান্দেদ-এর সরকারি হাসপাতালে 'মৃত্যুমিছিল', ৪৮ ঘণ্টায় ১৬ নবজাতক-সহ ৩১ জনের প্রাণহানি

মুম্বই, ৩ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলার ডাঃ শঙ্কররাও চাভান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিগত ৪৮ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩১ জন রোগীর। ৩১ জন রোগীর মধ্যে ১৬টি সদ্যোজাত শিশুও রয়েছে। ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি, তার মধ্যেই আবার মহারাষ্ট্রের নান্দেদের সেই সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে আরও সাত জনের। মৃতদের মধ্যে আবার চার জন নবজাতকও রয়েছে। রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার সকালের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ২৪ জনের। সোমবার রাতেই আবার সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে গত ৪৮ ঘণ্টায় এই সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের। যাদের মধ্যে বেশির ভাগই শিশু।

এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের ডিন ডাঃ শ্যামরাও ওয়াকোদে মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছেন, ওষুধ কিংবা ডাক্তারের কোনও অভাব ছিল না। তাঁর কথায়, 'গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৪ জন রোগী (পরে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে)। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২টি শিশু (১-২ দিন বয়সী) মারা গিয়েছে। এসব শিশু বিভিন্ন রোগে ভুগছিল। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, ৭০-৮০ বছর বয়সী ৮ জন রোগী ছিল। তাঁদের ডায়াবেটিস, লিভার ফেইলিউর, কিডনি ফেইলিউরের মতো বিভিন্ন সমস্যা ছিল। রোগীরা সাধারণত গুরুতর অবস্থায় এখানে আসে। ওষুধ অথবা ডাক্তারের অভাব ছিল না। রোগীদের যথাযথ যত্ন প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের শরীর চিকিৎসায় সাড়া দেয়নি যা মৃত্যুর কারণ।' ৪৮ ঘণ্টায় ৩১ জন রোগীর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্রের চিকিৎসা শিক্ষামন্ত্রী হাসান মুশরিফ বলেছেন, 'আমরা একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করব। আমি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে এই বিষয়ে অবগত করেছি। আমি হাসপাতাল পরিদর্শন করব এবং চিকিৎসকদের একটি কমিটি গঠন করা হবে।' শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা সবসময়ই ভালোর দিকে ছিল, কিন্তু গত এক বছর ধরে মহারাষ্ট্রের সমস্ত সরকারি দফতর ঠিক মতো কাজ করছে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো উদ্বিগ্নই নন, চিকিৎসকরাও কাজ করছেন না। স্বাস্থ্য বিভাগ এখন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ।'

জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগে দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ৭

অনন্তনাগ, ৩ অক্টোবর (হি.স) : জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ৭ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পাঞ্জগাম এলাকায় মঙ্গলবার জমি নিয়ে বিবাদের জেরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে সাতজন আহত হয়েছে। আহতদের কোকেরনাগ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

অনন্তনাগ জেলার পাঞ্জগাম এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ ধীরে ধীরে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। হাতাহাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাতজন আহত হয়। অবিলম্বে আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে তাদের উপজেলা হাসপাতাল কোকেরনাগে রেফার করা হয়। আহতরা হলেন মোহাম্মদ আশরাফ রাথার, আব্দুল রশিদ দোই, শাকিল আহমেদ কাসানা, জিনা বেগম, ফাতমা বেগম, শওকত আহমেদ বাকারওয়াল এবং রেশমা বানো। এসংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১০০ শিশুর জন্য পিৎজা পার্টির আয়োজন স্বচ্ছ সুলভ ফাউন্ডেশনের

ঋষিকেশ, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১০০ শিশুর জন্য একটি পিৎজা পার্টির আয়োজন করেছে স্বচ্ছ সুলভ ফাউন্ডেশন। পিৎজা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা ছোট শিশুরা।

মঙ্গলবার নগর পঞ্চায়েতের স্বর্গাশ্রম-জাউঙ্কের ৪ ও ৬ নম্বর গীতা ভবনের আবাসিক কলোনির বাচ্চাদের একটি পিৎজা পার্টি দেওয়া হয়েছিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস সি রাই বলেন, জনস্বার্থে কাজ করাই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিশুদের একটি পিৎজা পার্টি দেওয়া হয়। সংগঠনটি আগামীতেও জনস্বার্থে আরও কাজ করে যাবে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দেবেন্দ্র কুমার যাদব, মুকেশ পাসোয়ান, রবি পাসোয়ান, রাজেশ পাসোয়ান ওরফে গামা ভাই, মুকেশ পাসোয়ান, সুরেন্দ্র থাপা, আনন্দ কুমার যাদব, বিকাশ পাসোয়ান প্রমুখ।

ডেঙ্গির বলি কলকাতায়, বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু বৃদ্ধের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি স)। আবার ডেঙ্গিতে মৃত্যু কলকাতায়। শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। তাঁর মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গির উল্লেখ আছে। তবে অন্য রোগেও ভুগছিলেন ওই বৃদ্ধ।

মৃতের নাম পরশ সাউ (৬৩)। তিনি পশ্চিম বড়িশার ঠাকুরপুকুর এলাকার বাসিন্দা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার রাতে বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নবান্ন থেকে জেলাশাসক এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। ডেঙ্গি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং রোগের সংক্রমণ আটকাতে একাধিক পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তা সত্ত্বেও রাজ্যে প্রতি দিনই ডেঙ্গিতে কোনও না কোনও মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসছে। সরকার এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি। কিন্তু বেসরকারি হিসাবে ডেঙ্গিতে মৃত্যুর সংখ্যা ৫০-এর বেশি। প্রায় প্রতি দিনই ২৫০ থেকে ৩০০ জন করে মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

২ বছর ধরে পুরুষের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা, ফাঁস হতেই প্রশ্ন

কোচবিহার, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : পুরুষ হয়েও পেয়ে চলেছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তাও প্রায় দু বছর ধরে! এই ভয়ঙ্কর অভিযোগ সোমবার প্রকাশ্যে ওঠার পর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মাথাভাঙ্গার পচা ঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মনোরঞ্জন দের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভান্ডারের এক হাজার টাকা করে ঢোকে।

কোচবিহারের মাথাভাঙার এই কৃষকের অ্যাকাউন্টে গত ২ বছর ধরে জমা পড়েছে মহিলাদের জন্য রাজ্য সরকারের প্রকল্পের টাকা। সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে পাসবুক আপডেট করাতে যান মাথাভাঙার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মনোরঞ্জন দে। তখনই বিষয়টি ধরা পড়ে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে কীভাবে জমা পড়েছে তা ভেবেই পাচ্ছেন না ওই কৃষক। টাকা ফেরত দিতে চেয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মাথাভাঙা ১ নম্বর ব্লকের বিডিও।এটা কি নিছকই কোনও ভুল, না কৌশলে টাকা যাচ্ছিল তা বোঝার চেষ্টা করছে প্রশাসন।

একুশের বিধানসভা ভোটের আগে এই প্রকল্প চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতায় এসে তা চালু করেন তিনি। ২০২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে চালু হয় এই প্রকল্প। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন করতে পারেন। অনলাইনের পাশাপাশি, দুয়ারে সরকার প্রকল্পেও এজন্য আবেদন করা যায়। জেনারেল ক্যাটিগরির পরিবারের কর্তীকে মাসিক ৫০০ টাকা এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের কর্তীকে প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, যোগ্য জেনারেল কাস্ট পরিবার বছরে ৬ হাজার টাকা ও তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসি পরিবার বছরে ১২ হাজার টাকা করে পেয়ে থাকে। এই প্রকল্পের টাকা সরাসরি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে চলে যায়। সেক্ষেত্রে কোনও রকম চিন্তার বিষয় নেই। সুবিধাভোগী যখন ইচ্ছে তার টাকা তুলতে পারে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে। ইচ্ছে করলে মাসিক তোলা যায় কিংবা সেই টাকা জমা করে একবারে তোলা যায়। কিন্তু কোনওভাবে পুরুষরা এই সুবিধে পেতে পারেন না।

কাঁচামালের দাম দ্রুত বাড়ছে, সেই সঙ্গে মুর্গির মাংসের দামও

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : '২২-এর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে কলকাতায় মুর্গির মাংসের দাম দ্রুত বেড়েছে। খামার ব্যবসায়ীদের হিসাবে, গত বছরের এই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধি কমবেশি প্রায় ২৪ শতাংশ।

মুর্গিপালকদের দাবি, গত দুবছরে তাঁদের প্রাথমিক খরচ বেড়েছে প্রায় ৮৮ শতাংশ। এর সঙ্গে আছে বাড়তি পরিবহণব্যয়। ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে চিকেনের দাম ছিল কিলোপিছু ১৯০ টাকা। গত সপ্তাহে তা বেড়ে হয়েছে ২৫০ টাকার মত। সামনেই উৎসবের মরশুম। কিছু বিয়ের অনুষ্ঠানও আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক মদন মাইতির মতে, "এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি মুর্গির মাংসের বাজারকে কতটা প্রভাবিত করবে, তা বোঝা যাচ্ছে না। আমরা এবং দোকানিরা অসহায়।"

ফেডারেশনের হিসাবে, '২২-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভুট্টা, সয়াবিন, তিল ও বাদামখোলের দাম ছিল কিলোপিছু যথাক্রমে ১২, ২২, ১৮ ও ২২ টাকা। এই সেপ্টেম্বরে দামগুলো হয়েছে ২৩, ৫৫, ৩৬ ও ৪৫ টাকা। মদনবাবুর মতে, এই মূল্যবৃদ্ধি হার কমার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে খামারের ব্যবসা করেন প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা ও বাঁকুড়ায় আছে যথাক্রমে ৭০ হাজার ও ৬০ হাজার। বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পোল্ট্রি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মদনমোহন কুণ্ডু জানিয়েছেন, "মুর্গির খাদ্য মাইলো এবং ভুট্টা আনা হয় মূলত পঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে। পরিবহণব্যয় বেড়েছে প্রায় ১২ শতাংশ।

খামার-ব্যবসায়ীদের মতে, একদিকে মুর্গীর খাবারের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে কম চাহিদা এর জাঁতাকলে এই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলেই সঙ্কটে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এরকম লোকের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।

"ভরোসা যাত্রা"-র সময় বিপত্তি, বাইক থেকে পড়ে গিয়ে আহত ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস বিধায়ক বিক্রম

বিজাপুর, ৩ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের বিজাপুর জেলায় "ভরোসা যাত্রা"-র সময় মোটরবাইক থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস বিধায়ক বিক্রম মান্ডভি। গুরুতর আহত অবস্থায় সোমবার রাতে তাঁকে বিজাপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও দলীয় সূত্রের খবর, কংগ্রেসের "ভারোসা যাত্রা" কর্মসূচিতে একটি বাইক র‍্যালির সময় মোটরবাইক চালাচ্ছিলেন মান্ডভি, অন্য একটি মোটরবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। এরপর আহত অবস্থায় বিজাপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল দলীয় বিধায়কের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। বাইক থেকে পড়ে যাওয়ায় কাঁধে ও বুকে আঘাত পেয়েছেন বিজাপুর বিধানসভা আসনের বিধায়ক বিক্রম। বিধায়কের বাইকের পিছনে বসেছিলেন বিজাপুর পৌরসভার সহ সভাপতি পুরুষোত্তম সাল্লুর। তিনিও সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

নর্মদা পুত্র সাহিত্যিক অমৃতলাল ভেগাদকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী চৌহানের

ভোপাল, ৩ অক্টোবর (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সাহিত্যিক অমৃতলাল ভেগড়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মঙ্গলবার বিখ্যাত লেখক, নর্মদার পুত্র, সাহিত্যিক ও পরিবেশবিদ অমৃতলাল ভেগাদের জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান অমৃতলাল ভেগাদকে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী চৌহান এক্স-বার্তায় জানিয়েছেন, আমি মহান সাহিত্যিক প্রয়াত অমৃতলাল ভেগাদজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা জানাই। ইনি শব্দ এবং ছবির মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের জীবনদাতা মা নর্মদার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছিলেন। অমৃতলাল ভেগাদ নর্মদা পুত্র নামেও পরিচিত। অমৃতলাল ভেগাদ ১৯২৮ সালের ৩ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অমৃতলাল ভেগাদ গুজরাটি এবং হিন্দি ভাষার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। এছাড়াও তিনি একজন সুপরিচিত চিত্রশিল্পীও ছিলেন। পরিবেশ রক্ষায় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছিলেন।

নিউজক্লিক-এর ৩০টির বেশি ঠিকানায় তল্লাশি দিল্লি পুলিশের, পক্ষে-বিপক্ষে মত বিজেপি ও কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): আরও একবার সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে নিউজ পোর্টাল সংস্থা নিউজ ক্লিক। এই সংস্থার বিরুদ্ধে উঠেছে বিস্ফোরক অভিযোগ। অর্থের বিনিময়ে চিনের প্রচার করছে এই নিউজ পোর্টাল, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং বেআইনি কার্যকলাপ আইনের অধীনে ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করেছে দিল্লি পুলিশ। এরই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে মিডিয়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ৩০টির বেশি জায়গায় অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশ। কয়েজন সাংবাদিকের বাড়িতেও হানা দেয়। যদিও এখনও অবধি ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করার খবর মেলেনি।

নিউজক্লিক-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিপুল অর্থের বিনিময়ে ভারতে চিনের প্রচার ছড়াচ্ছে তাঁরা। আন্তর্জাতিক এক সংবাদমাধ্যমে এই নিউজ পোর্টালের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলে প্রতিবেদন লেখা হয়। তার পরেই নড়েচড়ে বসে দিল্লি।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ভূরিভোজের জন্য বাঙালির আলাদা কোনও উৎসব লাগে না

ভূরিভোজের জন্য বাঙালির আলাদা কোনও উৎসব লাগে না। সারা বছর হেঁশেলে চলে "বাহারি খাবারের উৎসব"। তা ছাড়া বাড়িতে অতিথির আনাগোনা তো লেগেই থাকে। ফলে অতিথির মন জয় করতেও রান্না নিয়ে চলে পরীক্ষানিরীক্ষা। তবে শুধু অতিথি কেন, প্রিয়জনকেও নিজের হাতে নতুন কিছু রেঁধে খাইয়ে চমকে দিতে পারেন।

প্রেমে ধোঁকা না দিয়ে বরং ধোঁকা খাইয়ে মন জিতে নিন সঙ্গীর। তবে ধোঁকা যদি খাওয়াতেই হয়, তা হলে বানাতে পারেন চিকেন দিয়ে। রইল প্রণালী।

উপকরণ:
ছোলার ডাল: আধ কাপ
মটর ডাল: আধ কাপ
ছোলা: আধ কাপ
চিকেন কিমা: দেড় কাপ
হলুদগুঁড়ো: ১ চা চামচ
লঙ্কাগুঁড়ো: ১ চা চামচ
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
কাঁচালঙ্কা কুচি: ১ টেবিল চামচ
সর্ষের তেল: পরিমাণ মতো
আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুন বাটা: ২ চা চামচ
গরমমশলা গুঁড়ো: ১ চা চামচ
ঘি: আধ চা চামচ

প্রণালী:
ডাল এবং ছোলা বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ডাল এবং ছোলা নরম হয়ে এলে মিক্সিতে ঘুরিয়ে থকথকে মিশ্রণ তৈরি করে নিন।

মাংসের কিমাও মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। এর পর মাংসের কিমার মধ্যে ডালের মিশ্রণটি, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, নুন, চিনি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন।

এ বার কড়াইয়ে তেল গরম করে জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে চিকেন কিমা এবং ডালের মিশ্রণটি দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। মিনিট পাঁচেক পরে কড়াই থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করতে দিন। ঠান্ডা হয়ে এলে চৌকো করে অথবা ধোঁকার আকারে কেটে নিন।

ধোঁকার টুকরোগুলি লাল লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই গোটা গরম মশলা ফোড়ন, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, টম্যাটোর টুকরো দিয়ে কষাতে থাকুন। গন্ধ বেরোলে একে একে নুন, চিনি, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মতো জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন।

৫ মিনিট পর ঝোল ফুটে এলে আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেন ধোঁকাগুলি দিয়ে দিন। রান্নাটা মাখা মাখা হবে। তাই বেশি ফোটাবেন না। নামানোর আগে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দিলে স্বাদ মুখে লেগে থাকবে।

কী ভাবে শুলে ঘাড়ে বা কোমরে ব্যথা হবে না

সারা দিন কাজের পর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় যখন শুতে যান, সবচেয়ে আরামের ভঙ্গিটিই বেছে নেন। কেউ হাঁটু মুড়ে, বুকের কাছে পা তুলে, কেউ উপুড় হয়ে, আবার কেউ হাতের তলায় বালিশ নিয়ে ঘুমোতে পছন্দ করেন। সেই সময়ে কারও খেয়াল থাকে না ঠিক কী ভাবে শুলে ঘাড়ে বা কোমরে ব্যথা হবে না। কী ভাবে শুলে ঘুমটি আরামের হবে সেই দিকেই মন থাকে বেশি।

তবে চিকিতকেরা বলছেন, এমন কিছু ভঙ্গি রয়েছে যা ঘুমের সময়ে সাময়িক আরাম দিলেও শারীরিক নানা রকম সমস্যার জন্ম দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শোয়ার দোষে মেরুদণ্ডের উপর চাপ পড়ে। ফলে সুষুম্নাকাণ্ডে চিড় ধরার আশঙ্কা থাকে। ঘাড়, পিঠ, কোমরের ব্যথা বাড়তে পারে। অনেকেরই শরীরের বিভিন্ন অংশ অবশ হয়ে যায়।

কোন কোন ভঙ্গিতে শুলে শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে?

১) পেটের উপর চাপ দিয়ে শোয়া

ভপরেট খাওয়াদাওয়া করে উপুড় হয়ে সিরিজ দেখার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। পেটের উপর চাপ দিয়ে শুলে মাথা যে কোনও এক পাশে ঘুরিয়ে রাখতে হয়। আর তাতেই ক্ষতি হয় ঘাড় এবং মেরুদণ্ডের। তবে মাথায় বালিশ না দেওয়ার অভ্যাস করতে পারলে ক্ষতির আশঙ্কা কম। ২) হাতের তলায় বালিশ নেওয়া

হাতের তলায় নরম বালিশ নিয়ে শোয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। এই ভঙ্গিতে শোয়ার অভ্যাসে স্নায়ুর উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। দীর্ঘ ক্ষণ এই ভাবে শুলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

৩) মাথায় উঁচু করে বালিশ দেওয়া

মাথায় অনেকগুলি বালিশ দিয়ে, মাথা উঁচু করে শোয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। এই ভঙ্গিতে শুলে ঘাড়, কাঁধের উপর চাপ পড়ে। দেহের সঙ্গে মাথা সমান্তরাল অবস্থায় না থাকলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ ক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে স্নায়ু অবশ হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হয়।

টক দই কী ভাবে ব্যবহার করলে জেল্লা পাবেন

অনেক সময় বাজার থেকে কিনে আনা দই থেকে দিন দুয়েকের মধ্যেই অল্প গন্ধ বেরোতে শুরু করে। অনেক সময় ঘরে পাতা দইও বেশি টক হয়ে গেলে খাওয়া যায় না। রান্নায় ব্যবহার করলেও স্বাদ বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বলে কি এক বাটি দই ফেলে দেবেন?

পুজোর আগে মুখের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে চান? তা হলে দই নষ্ট না করে রূপচর্চায় ব্যবহার করে ফেলতে পারেন।

টক দই মাখলে ত্বকের জেল্লা বাড়বে। ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতেও দইয়ের জুড়ি মেলা ভার। কী করে ব্যবহার করবেন টক হয়ে যাওয়া দই? শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করতে: শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় দই দারুণ কাজ করে। ত্বকে আর্দ্রতা ও জেল্লা আনতে দইয়ের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। মিনিট দশেক রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দই প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে ত্বক আর্দ্র আর কোমল করে তুলবে।

ব্রণ দূর করতে: এক টেবিল চামচ টক দই নিয়ে তুলো দিয়ে ব্রণর উপরে লাগিয়ে সারা রাত রেখে দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। দিনে লাগালে ঘণ্টা দুয়েক লাগিয়ে রাখুন, তার পর ধুয়ে নিন। দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের সংক্রমণ দূর করে। ব্রণর সমস্যা দূর হয় সহজেই। তবে নিয়মিত ব্যবহার করলে তবেই কাজ হবে।

চোখের তলায় কালো দাগ কমাতে: সারা রাত না ঘুমিয়ে চোখের তলায় কালি পড়েছে? টক দইয়ে তুলো ডুবিয়ে চোখের তলায় আলতো করে লাগিয়ে নিন। দশ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। দই চোখের নীচের ফোলা ভাব কমায়, কালো ছোপও দূর করে।

আদা-রসুন মাস খানেক ভাল থাকবে কিভাবে

রান্না করতে ভালবাসলেও রান্নার মশলা জোগাড় করার কাজ অনেকেরই বেশি ঝক্কির মনে হয়। আর বাঙালি হেঁশেলের রোজের রান্নায় যে মশলা ছাড়া একেবারেই চলে না, তা হল আদা-রসুন বাটা। অনেকেই আদা-রসুন ছাড়ানোর ঝক্কি এড়াতে বাজার থেকে কেনা আদা-রসুন বাটার প্যাকেট ব্যবহার করেন। তবে সেই মশলা দিয়ে রান্না করলে তেমন স্বাদ আসে না!

কয়েকটি উপায় জানলেই আর রোজ রোজ আদা-রসুন বাটতে হবে না। জেনে নিন কোন নিয়ম মেনে চললে বেটে রাখা আদা-রসুন মাস খানেক ভাল থাকবে।

১) আদা-রসুন মজুত রাখার সঠিক কায়দা জানতে হবে। প্লাস্টিকের বদলে কাচের পাত্রে ভরে রাখতে হবে বাটা মশলা। পাত্রটি যেন এয়ার টাইট আর শুকনো থাকে, সে বিষয় সতর্ক থাকুন। আদা-রসুন বেটে নিয়ে জিপ লক ব্যাগেও ভরে রাখতে পারেন। এতেও মিশ্রণটি দীর্ঘ দিন ভাল থাকে। তবে প্যাকেটের মান যেন ভাল হয় সে দিকে লক্ষ রাখবেন। ২) আদা-রসুন বাটার পর তাতে সামান্য নুন ও সাদা তেল মিশিয়ে রাখুন। এই টোটকায় মিশ্রণটিতে পচন ধরে না। আর ফ্রিজে রাখলেও মিশ্রণটি জমে যায় না।

৩) ফ্রিজে আদা-রসুন বেটে রেখে দিলে অনেক সময় তাতে সবুজ ভাব এসে যায়। এমনটা যাতে না হয় তার জন্য ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন। ভিনিগার ব্যবহার করলে মিশ্রণটি বেশ অনেক দিন তাজা থাকবে।

ফল খাচ্ছেন কোন ভুলে ফল হতে পারে উল্টো

পুজোর আগে ওজন ঝরানোর জন্য অনেকেই ডায়েটে নিয়মিত ফল রাখছেন। ওজন ঝরানোই হোক বা শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে কিংবা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টিবিদরা রোজের খাবারে বেশি করে ফল রাখার পরামর্শ দেন সব সময়ই। কিন্তু ফল খাওয়া নিয়েও নানারকম বিধিনিষেধ আছে। অনেকে বলেন, রাতে ফল খাওয়া শরীরের পক্ষে মোটেও ভাল নয়। কারও বা ধারণা, খালি পেটে ফল খেলেই অম্বলের প্রকোপ বাড়ে। অনেকে এমনও আছেন, যাঁরা দিনের যে সময়েই ফল খান না কেন, খেলেই বদহজম হয়ে যায়। কী ভাবে ফল খাওয়ার পর পুষ্টিগুণ পাবেন সবচেয়ে বেশি, আর হজমও ভাল হবে, রইল সেই হদিস।

১) স্ট্রবেরি, কমলালেবু, বেদানা বা আপেলের মতো অ্যাসিড জাতীয় ফলের সঙ্গে কলা, খেজুর, কিশমিশ জাতীয় মিষ্টি ফল খাওয়া এড়িয়ে চলুন। এই দু'ধরনের ফলের পিএইচ মাত্রা ভিন্ন হওয়ায় হজমে সমস্যা হয়। অনেকেই দইয়ের সঙ্গে ফল খেতে ভালবাসেন। যাঁদের অম্বলের সমস্যা আছে, তাঁরা এমনটা করলে বদহজমের সমস্যা আরও বাড়তে পারে। ২) ফল খাওয়ার পর জল খেয়ে ফেললেই হবে গোলমাল। জল আর খাবার একসঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে হজমের প্রক্রিয়া খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ যে সব পদার্থ খাবার হজম করতে সাহায্য করে, তা কিছুটা কমজোর হয়ে পড়ে জলের সঙ্গে মিশলে। ঠিক সে কারণেই বেশি জল যে সব ফলে রয়েছে, তা খাওয়ার পর আলাদা করে জল না খাওয়াই শ্রেয়। এতে শরীরের পিএইচের ভারসাম্য বিগড়ে যায়। যেমন লেবু, শসা, তরমুজের মতো ফল খাওয়ার পরেই জল খেলে হজমের গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। ডায়ারিয়ার সমস্যাও হতে পারে।

৩) ফলের বদলে অনেকেই ফলের রস করে খেতে ভালবাসেন। তবে এতে ফলের পুষ্টিগুণ কমে যায়। ফলের সম্পূর্ণ পুষ্টিগুণ পেতে হলে গোটা ফল খাওয়াই ভাল।

৪) পেট ভরে খাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে বা পরে ফল খাওয়া উচিত। তা না হলে হজম প্রক্রিয়ায় সমস্যা হতে পারে।

৫) ফলের থেকে বেশি ভিটামিন ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট থাকে ফলের খোসায়। অনেকেই খোসা ছাড়িয়ে ফল খান। আপেলের খোসায় ফাইবার, ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ থাকে। তাই আপেলের খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সর্দি-কাশি নিয়ে জেরবার

ভাইরাল জ্বরে কাবু কলকাতা। বর্ষাকাল মানেই ঠান্ডা লাগার মরসুম। ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি-কাশি লেগেই রয়েছে। তার উপর দোসর হয়েছে ডেঙ্গি। রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। জ্বর হলেই তা ফেলে রাখতে বারণ করছেন চিকিতকেরা। তবে সব জ্বরের কারণ ডেঙ্গি নয়। মরসুম বদলের এই সময়ে গলাব্যথা, ঠান্ডা লাগায় ভুগছেন বড় থেকে ছোট সকলে।

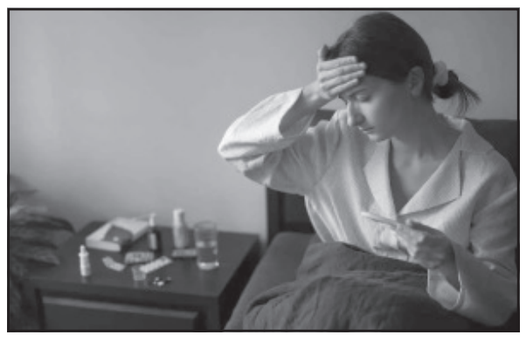

সাধারণ সর্দি-কাশি হলেও এই পরিস্থিতিতে তা এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ওষুধ তো আছেই, তবে চাইলে ঘরোয়া উপায়ে সুস্থ থাকা সম্ভব। মধু, দারচিনি, লেবু সাধারণ সর্দি এবং কাশির জন্য কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার হল লেবু, দারচিনি এবং মধুর মিশ্রণ। এই পানীয় সর্দি এবং কাশি নিরাময় করে। আধ চামচ মধুতে কয়েক ফোঁটা লেবু এবং অল্প একটু দারচিনি মেশান। সর্দি-কাশি সারাতে দিনে দু'বার এই পানীয় খেতে পারেন।

হলুদ দুধ

রান্নাঘরের অপরিহার্য উপকরণ হল হলুদ। এতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। বিশেষ করে গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পাওয়া যায়। প্রতি দিন রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে পান করলে ঠান্ডা লাগা এবং সর্দি-কাশির থেকে দ্রুত রেহাই পাবেন।

চা খান আদা দিয়ে

ভাইরাল জ্বরেও মুখের স্বাদ চলে যাচ্ছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আদা দিয়ে চা খাওয়া বিশেষ উপকারে আসতে পারে। তবে আদা চা শুধু স্বাদ ফেরাতে নয়, সাধারণ সর্দি-কাশি নিরাময়েও সাহায্য করে। আদা-চা নিয়মিত কিছু দিন খেলে তাতে শ্বাসনালি সংক্রমণের ঝুঁকি কমে।

সব্জি: ঘন ঘন খেলে রোগবালাই সহজে পিছু ছাড়বে না

ভিতর থেকে ফিট থাকতে সব্জি খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। যত বেশি সব্জি খাওয়া যাবে, সুস্থ থাকা সহজ হবে তত। সবুজ শাকসব্জির স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো নিয়ম করে সব্জি খেলে তবেই মিলবে সুফল। মাছ, মাংস, ডিমের পাশাপাশি সব্জি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন পুষ্টিবিদেরা।

শাকসব্জি হল নানা পুষ্টিগুণের সমৃদ্ধ উত। শরীরে পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে সব্জি খেতে হবে বেশি করে। সব্জি নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু কিছু সব্জি রয়েছে যেগুলি স্বাস্থ্যকর হলেও বেশি খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। কোন সব্জিগুলি ঘন ঘন না খাওয়াই শ্রেয়?

গাজর- গাজরে ভরপুর পরিমাণে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন। বিটা ক্যারোটিন চোখের যত্ন নেয়। তাই অনেকেই বেশি করে গাজর খান। গাজর স্বাস্থ্যকর হলেও বেশি না খাওয়াই ভাল। তার কারণ সেই বিটা ক্যারোটিন। শরীরে এই উপাদানের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকে। হলদে দাগছোপে ভরে যেতে পারে ত্বক।

ব্রকোলি- স্যালাডে হোক কিংবা মাছের ঝোলে ব্রকোলি সবেতেই জনপ্রিয়। খাবারের স্বাদও বেড়ে যায় ব্রকোলি থাকলে। তবে ব্রকোলিতে থাকা থায়োসায়ানেটস শরীরে বেশি প্রবেশ করলে মুশকিল হতে পারে। থায়োসায়ানেটস শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে গেলে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে গেলে "হাইপারথাইরোডিজম"-এর ঝুঁকি থাকে।

বাঁধাকপি- বর্ষার মরসুমে গরম ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ির সঙ্গে বাঁধাকপির তরকারি আদর্শ খাবার। মাছের মাথা দিয়েও বাঁধাকপি বেশ ভাল লাগে। বাঁধাকপি বেশি খাওয়া কখনওই ভাল নয়। অতিরিক্ত পরিমাণে বাঁধাকপি খেলে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে।

পালং শাক- খেতে ভালবাসলেও বেশি পালং শাক খাবেন না। পালং শাক শরীরে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কমিয়ে দেয়। যত বেশি পালং শাক খাবেন, ক্যালশিয়ামের পরিমাণ তত কমতে থাকে। এর ফলে হাত এবং দাঁতের ক্ষয়ের ঝুঁকি থাকে।

আলু- ছোট থেকে বড় আলু খেতে ভালবাসেন কম-বেশি সকলেই। তাই প্রতি দিনই বিভিন্ন রান্নায় আলু থাকেই। আলু স্বাদের যত্ন নেয় ঠিকই। তবে রোজ রোজ খেলে আবার হজমের সমস্যা হতে পারে। কারণ আলুতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অনেক বেশি। কার্বোহাইড্রেট সহজপাচ্য নয়। বেশি আলু খাওয়ার অভ্যাসে পেটের গোলমাল লেগেই থাকে।

অ্যালো ভেরা জেল মাখলে চুলের সমস্যা মিটে

মাথায় অ্যালো ভেরা জেল মাখলে চুলের যাবতীয় সমস্যা মিটে যাবে। এমন বিশ্বাস থেকেই গাছের পাতা কেটে সরাসরি মাথার ত্বকে ঘষতে শুরু করেছেন। কিন্তু চুল পড়া বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, মাথায় অস্বস্তি বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ। অ্যালো ভেরা জেল মাখার পর থেকেই সারা ক্ষণ মাথা চুলকাচ্ছে। এমন হলে চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে কয়েক গুণ। তা হলে অ্যালো ভেরা জেল সব ধরনের ত্বকের জন্য নয়? ত্বক চিকিতকেরা বলছেন, স্পর্শকাতর বা অতিরিক্ত র্যাশ, ব্রণ হয় এমন ত্বকেও চোখ বন্ধ করে অ্যালো ভেরা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু গাছ থেকে পাতা কেটে সরাসরি তা মাথায় মাখা অনুচিত। তা ছাড়া, পাতা থেকে শাঁস সংগ্রহ করারও বিশেষ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। কী ভাবে পাতা থেকে সংগ্রহ করবেন অ্যালো ভেরার শাঁস? ১) প্রথমে গাছ থেকে পুরু একটি পাতা কেটে নিন। ২) একটি পাত্রে জল নিয়ে অ্যালো ভেরার পাতাটি বেশ কিছু ক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। ৩) তার পর ছুরি দিয়ে পাতাটি মাঝখান থেকে চিরে ফেলুন। ৪) এ বার চামচ দিয়ে পাতা থেকে শাঁস বার করে নিন। ৫) ব্লেন্ডারে ভাল করে মিশিয়ে নিন।

চুল পড়া বন্ধ করতে কী ভাবে মাখবেন অ্যালো ভেরা জেল? ১) অ্যালো ভেরা জেল মাখার আগে চুল ভাল করে আঁচড়ে নিন। চুলে যেন কোনও ভাবে জট না থাকে। ২) মাথার ত্বক অপরিষ্কার থাকলে কিন্তু অ্যালো ভেরা কোনও কাজ করবে না। তাই পারলে শ্যাম্পু করে নিন।

কোথায়, কেমন আলো ব্যবহার করতে পারেন

একটু অন্য রকম ভাবে ঘর সাজাতে ল্যাম্পশেড ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। ল্যাম্পশেডের মায়াবি আলোয় আলাদা একটা সৌন্দর্যে ভরে ওঠে ঘর। ঘরে তো বটেই, বসার ঘরেও ল্যাম্পশেড রাখেন অনেকে। আলো-আঁধারি পরিবেশে মনও ভরে ওঠে। তবে ইদানীং ল্যাম্পশেডের নকশা নিয়ে বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। তাই সব ধরনের ল্যাম্পশেড কিন্তু ঘরের সব জায়গায় মানাবে না। অন্দরসজ্জায় শৌখিন ছোঁয়া আনতে ঘরের কোন জায়গায় কোন ধরনের ল্যাম্পশেড রাখবেন?

শোয়ার ঘরে- খাটের পাশে ল্যাম্পশেড রাখলে সবচেয়ে ভাল মানাবে। টেবিলের উপরেও রাখতে পারেন। আবার দেওয়াল থেকে ঝুলিয়েও দিতে পারেন। তবে শোয়ার ঘরে খুব জমকালো কোনও ল্যাম্পশেড রাখবেন না। বরং এক রঙের কিছু রাখতে পারেন। ঘরের সাজ ছিমছাম হলেও চোখ টানবে অতিথির।

বসার ঘর- বসার ঘরটি কি বেশ বড়সড়? তা হলে একের বদলে একাধিক ল্যাম্পশেড রাখতে পারেন। বসার ঘরের ল্যাম্পশেডের নকশা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। বেতের ল্যাম্পশেড রাখতে পারেন। যদি বসার ঘরে তাক কিংবা কোনও ক্যাবিনেট থাকে, তার উপর ল্যাম্পশেড রাখতে পারেন। বসার ঘরে লম্বা ঝুলের ল্যাম্পশেডও কিন্তু ভাল লাগবে। তবে বসার ঘরে হালকা আলোর ল্যাম্পশেড ব্যবহার করতে পারেন।

বারান্দা- ঘরের মধ্যে তো বটেই, ইদানীং বারান্দাতেও ল্যাম্পশেড রাখেন অনেকে। বেতের গোল সিলিং ল্যাম্পশেড পাওয়া যায়, বারান্দায় সেগুলি রাখতে পারে। বারান্দার ল্যাম্পশেডের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বা রঙিন আলো ব্যবহার করতে পারেন।

খাবার ঘর- ঘর যখন সাজাচ্ছেন খাবার ঘরটিই বা বাদ যাবে কেন? খাবার ঘরের সাজে নতুনত্ব আনতে ল্যাম্পশেড ব্যবহার করতে পারেন। তবে খাবার ঘরে যদি একাধিক ল্যাম্প শেড রাখতে চান, তা হলে সবগুলির আকার এবং নকশা যেন একই রকম হয়।

চিকিৎসক অথবা ওষুধের অভাব ছিল না: নান্দেদ হাসপাতালের ডিন; তদন্তের আশ্বাস মন্ত্রী হাসানের

মুম্বই, ৩ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলার ডাঃ শঙ্কররাও চাভান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জন রোগীর। ২৪ জন রোগীর মধ্যে ১২টি সদ্যোজাত শিশুও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের ডিন ডাঃ শ্যামরাও ওয়াকোদে মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছেন, ওষুধ কিংবা ডাক্তারের কোনও অভাব ছিল না। তাঁর কথায়, 'গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৪ জন রোগী। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২টি শিশু (১-২ দিন বয়সী) মারা গিয়েছে। এসব শিশু বিভিন্ন রোগে ভুগছিল। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, ৭০-৮০ বছর বয়সী ৮ জন রোগী ছিল। তাঁদের ডায়াবেটিস, লিভার ফেইলিউর, কিডনি ফেইলিউরের মতো বিভিন্ন সমস্যা ছিল। রোগীরা সাধারণত গুরুতর অবস্থায় এখানে আসে। ওষুধ অথবা ডাক্তারের অভাব ছিল না। রোগীদের যথাযথ যত্ন প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের শরীর চিকিৎসায় সাড়া দেয়নি যা মৃত্যুর কারণ।'

২৪ ঘন্টায় ২৪ জন রোগীর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্রের চিকিৎসা শিক্ষামন্ত্রী হাসান মুশরিফ বলেছেন, 'আমরা একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করব। আমি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে এই বিষয়ে অবগত করেছি। আমি হাসপাতাল পরিদর্শন করব এবং চিকিৎসকদের একটি কমিটি গঠন করা হবে।' শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা সবসময়ই ভালোর দিকে ছিল, কিন্তু গত এক বছর ধরে মহারাষ্ট্রের সমস্ত সরকারি দফতর ঠিক মতো কাজ করছে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো উদ্বিগ্নই নন, চিকিৎসকরাও কাজ করছেন না। স্বাস্থ্য বিভাগ এখন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ।'

বৃষ্টি মাথায় নিয়েই চলছে পুজোর কেনাকাটা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর আর মাত্র বাকি কয়েকটা দিন। তারই মধ্যে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। পছন্দসই পোশাক শুধু নয় তার সঙ্গে চাই ম্যাচিং গয়না, ব্যাগ, জুতো। হাতিবাগান থেকে গড়িয়াহাট চত্বরে এই সময় পা ফেলার জায়গা থাকে না। কিন্তু এ বছর বাধ সেধেছে বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে কলকাতায়। যদিও হুজুগে বাঙালি এসবের ধার ধারেন না। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দেখেশুনে কেনাকাটা সারছেন উৎসবপ্রিয় বাঙালি।

এদিকে, পুজো আসতে আর কয়েক দিন মাত্র বাকি। মহালয়ার আগেই সেরে ফেলতে হবে সিংহভাগ মণ্ডপের কাজ। কিন্তু সংশয় তৈরি হয়েছে কাজ শেষ হওয়া নিয়ে। নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি, আর তাতেই থমকে কাজ। কর্মকর্তাদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। বৃষ্টির জন্য থমকে যাচ্ছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ। কুমোরটুলিতে একই অবস্থা।

ফের মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জার দাপট, আহত এক মোটরবাইক আরোহী

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): ফের মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জার দাপট। এবার আহত হয়েছেন এক মোটরবাইক আরোহী। মাথায় হেলমেট থাকায় বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পান তিনি। মঙ্গলবার সকালে মা উড়ালপুল ধরে ভবানীপুরের দিকে যাচ্ছিলেন পিকনিক গার্ডেনের বাসিন্দা আরিফ জোহর। সকাল ৮টা নাগাদ উড়ালপুলের ওপর চিনা মাঞ্জা আটকে বাইক থেকে পড়ে যান তিনি।

গলায় আঘাত লাগে। বাধ্য হয়ে নিজেই মাঞ্জা গোটাতে শুরু করেন ওই বাইক আরোহী। পার্ক সার্কাসের দিক থেকে এসএসকেএম হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। তিনি জানিয়েছেন, উড়ালপুল থেকে নামার সময় তাঁর গলায় চিনা মাঞ্জা লাগানো সুতো লাগে। বাইক নিয়ে উল্টে পড়ে যান তিনি। যুবক নিজেই বাইক নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ান। উড়ালপুলের উপর থেকে ওই চিনা মাঞ্জার সুতো গুটিয়ে সরিয়ে দেন তিনি। তবে আঘাত গুরুতর না হলেও গোটা ঘটনায় যুবক আতঙ্কিত। তিনি জানিয়েছেন, প্রায়ই মা উড়ালপুল দিয়ে তিনি যাতায়াত করেন। সেখানে এ ভাবে চিনা মাঞ্জার সুতো বিছিয়ে থাকলে যে কোনও দিন আরও বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে তিনি পড়তে পারেন। অন্য যাত্রীদেরও সমস্যা হতে পারে।

কলকাতা শহরের দীর্ঘতম উড়ালপুল মা। প্রতি দিন বহু মানুষ এই উড়ালপুলের উপর দিয়ে যাতায়াত করেন। পুলিশের নজরদারি সত্ত্বেও কীভাবে মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় আহত হওয়ার একের পর এক ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন মোটরবাইক আরোহীরা।

ধস শেয়ার বাজারে, পড়ল সূচক

মুম্বই, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে ফের ধস শেয়ার বাজারে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই পতনের মুখে পড়ে শেয়ার বাজারের সূচক, চেষ্টা করেও আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। শুক্রবারের তুলনায় ৩১৬.৩০ পয়েন্ট পড়ে ৬৫,৫১২.১০ পয়েন্টে শেষ করল সেনসেক্স। অন্য দিকে ১০৯.৫৫ পয়েন্ট নেমে ১৯,৫২৮.৭৫ পয়েন্টে থামল নিফটি।

মঙ্গলবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে ক্যাপিটাল গুড্স, কনজিউমার ডুরেবল্স, স্মলক্যাপ ২৫০। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এনএসই) এই তালিকায় রয়েছে সরকারি ব্যাঙ্ক, মিডিয়া, স্মলক্যাপ ২৫০। অন্য দিকে, বিএসইতে এ দিন ক্ষতির মুখে পড়েছে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস, অটো, এনার্জি। এনএসইতে ক্ষতির তালিকায় রয়েছে অটো, ফার্মা, ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং। বিএসইতে শীর্ষে থাকা ক্যাপিটাল গুড্স সেক্টরের লাভের পরিমাণ ১.০১ শতাংশ। এদিন সেনসেক্সে সর্বাধিক লাভ করেছে বজাজ ফিন্যান্স, এলটি, টাইটান, বজাজ ফিনসার্ভ, স্টেট ব্যাঙ্ক। নিফটিতে এই তালিকায় রয়েছে ইচার বজাজ ফিন্যান্স, এলটি, টাইটান, বজাজ ফিনসার্ভ। সেনসেক্সে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে মারুতি সুজুকি, ক্ষতির পরিমাণ ২.৪৬ শতাংশ। সেনসেক্সে সর্বাধিক ক্ষতির তালিকায় ওএনজিসির পরে রয়েছে এনটিপিসি, টাটা মোটরস, সান ফার্মা, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক।

বক্সিরহাটে গ্রাম পঞ্চায়েত দফতর থেকে অস্থায়ী মহিলা কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বক্সিরহাট, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ এর বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দফতর থেকে অস্থায়ী মহিলা কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে। মৃতার নাম, মাধবী বর্মন (৪৭)।

এদিন পঞ্চায়েত দফতরে দরজা খুলতে ওই মহিলা কর্মীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সরকারি কর্মীরা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, পনেরো বছর আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাধবীদেবীর স্বামীর। পরে সেই থেকেই বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরে সাফাইয়ের কাজ করতেন তিনি। দফতরের চাবি তাঁর কাছেই থাকত। প্রতিদিনের মত এদিনও কর্মচারীরা আসার আগেই সাফাইয়ের উদ্দেশ্যে দফতরের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন মাধবীদেবী। নির্দিষ্ট সময়ে সরকারি কর্মচারীরা এসে দফতরের ভেতরে প্রবেশ করতেই চক্ষু চরক গাছ। পরে বক্সিরহাট থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মানসিক অবসাদের জেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে করছেন মৃতার পরিবারের লোকজন।

বক্সিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করে গোটা টনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফের জল ছাড়া হল দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে, একাধিক এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): নিম্নচাপের জেরে ঝাড়খণ্ডে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, আর তাই মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে ধাপে ধাপে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়াল দুর্গাপুর ব্যারাজ। মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর থেকে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৭৫ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। নিম্নচাপের জেরে ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সোমবার থেকেই জল ছাড়তে শুরু করেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। সেই জল পশ্চিম বর্ধমানে পৌঁছনোর পর, দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে জল ছাড়া শুরু করেছে সেচ দফতর। এর জেরে দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলি জেলার একাংশ প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, এই বৃষ্টি চলতে পারে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টি ও ডিভিসি মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের ৭টি জেলাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাত্র ৪৮ বলে সেঞ্চুরি, এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে সুপারহিট যশস্বী

হানঝাউ, ৩ অক্টোবর (হি.স.): এশিয়ান গেমসে মঙ্গলবার ক্রিকেট শুরু হয়েছে। ভারতের ছেলেরাও মেয়েদের মত সোনার স্বপ্ন নিয়েই যাত্রা শুরু করেছে। আর সেই স্বপ্ন উস্কে দিলেন যশস্বী। ৪৮ বলে সেঞ্চুরি করার পথে যশস্বী মেরেছেন ৮টা চার ও ৭টা ছয়। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের হয়ে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড করেছিলেন শুভমন গিল, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তার আগে এই রেকর্ড ছিল লোকেশ রাহুল, সুরেশ রায়নার। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন যশস্বী। ২১ বছর ২৭৯ দিনে এই রেকর্ড করে ফেললেন। তাঁর দাপটেই নেপালের বিরুদ্ধে ২০২-৪ তুলল ভারত।

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। মঙ্গলবার তিনি টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। নিজে ওপেন করতে নামেন রুতুরাজ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যশস্বী। ১০০ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এর মধ্যে মাত্র ২৫ রান করেন রুতুরাজ। এর পরেই ছন্দ কেটে যায় ভারতের। মাত্র ১৬ রানের ব্যবধানে অধিনায়ক রুতুরাজ-সহ তিন উইকেট হারায় তারা। তিলক বর্মা মাত্র ২ রান করেন। জিতেশ শর্মা করেন ৫ রান। তাঁরা আউট হলেও বড় রান তোলার কাজটা চালুয়ে যান যশস্বী।

৪৯ বলে ১০০ রান করে আউট হন যশস্বী। আটটি চার এবং সাতটি ছক্কা মারেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটি তাঁর দ্বিতীয় শতরান। প্রথম শতরান করেছিলেন টেস্টে। ভারতের রঙিন জার্সিতে এটাই তাঁর প্রথম শতরান।

বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ থামছেই না; মৃত্যু এক হাজারের বেশি, সংক্রমণও ঊর্ধমুখী

ঢাকা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ থামছেই না, বরং বাড়বাড়ন্ত আরও বেড়েই চলেছে। এ বছর বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ২০২৩ সালের প্রথম ৯ মাসে বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১,০১৭ জনের ও আক্রান্তের সঙ্গে ২০৯,০০০। মৃতদের মধ্যে ১১২ জনের বয়স ১৫ অথবা তার নীচে।

গত ২৪ ঘন্টাতেই বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল ও আক্রান্ত হয়েছিলেন ২৫৯৬ জন। তবে, স্বস্তির বিষয় হল, গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে মোট দুই হাজার ৬৫৯ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ৬০০ জন এবং সারা দেশের (ঢাকায় ব্যতীত) বিভিন্ন হাসপাতালে থেকে দুই হাজার ৫৯ জন ছুটি পেয়েছেন। রাজধানীতে ঢাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকটাই চিন্তা বাড়াচ্ছে।

চুরি করতে এসে বৃদ্ধাকে খুন করল দুষ্কৃতীরা; বারাসতের ঘটনায় চাঞ্চল্য, তদন্ত শুরু পুলিশের

বারাসত, ৩ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে চুরি করতে এসে বৃদ্ধাকে খুন করল দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে বৃদ্ধা একাই থাকতেন, তাঁকে খুন করার পর সর্বস্ব লুট করে চোরের দল পালিয়ে গিয়েছে। ঘটনার এক দিন পর বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করা হয়। বারাসতের কালীবাড়ি এলাকার ঘটনা। সোমবার মধ্যরাতে বৃদ্ধার খুনের খবর পায় পুলিশ। তৎক্ষণাৎ তারা গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম শর্মিষ্ঠা মুন্সি (৬৩)।

পুলিশ জানিয়েছে, স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে বাড়িতে বৃদ্ধা একাই থাকতেন। তাঁর পুত্র কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রের পুণেতে থাকেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে মেয়ে থাকেন বেলঘরিয়া। বাড়ির পিছন দিকের দরজা ভাঙা ছিল। সেখান দিয়েই চোর ঢুকেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। বাড়িতে গিয়ে পুলিশ দেখে গোটা ঘর লন্ডভন্ড হয়ে আছে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছেন বৃদ্ধা। তাঁর দেহে প্রাণ নেই। বৃদ্ধার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে বিলোনিয়ায় মিছিল ও শ্রম অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : সারা দেশের সাথে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে জেলা শ্রম অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশনের পাশাপাশি মিছিল সংগঠিত করেছে।আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ সিপিআইএম-এর বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে মিছিলটি থানা চৌমুহনি, বিকেআই কর্নার, কালিনগর, রাজীব কর্নার হয়ে এক নম্বর টিলা এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয়ে এক সভাও। সভায় সভাপতি মণ্ডলিতে ছিলেন শ্রমিক নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা, গণমুক্তি পরিষদের নেতা গোপাল রিয়াং, খেত-মজদুর ইউনিয়নের নেতা গোপাল বিশ্বাস, কৃষক সভার নির্মল ভৌমিক, কৃষক নেতা বিকাশ দে প্রমুখ।

নেপালকে হারিয়ে সেমিফাইনালে যশস্বীরা

হানঝাউ, ৩ অক্টোবর (হি.স.): এশিয়ান গেমসে আজ জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করল ভারতীয় ক্রিকেট টিম। দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। সেই সুবাদে কোয়ার্টার ফাইনালে ৪ উইকেট হারিয়ে ভারত তুলেছে ২০২ রান। নেপালকে জিততে হলে তুলতে হতো ২০৩ রান। কিন্তু নেপাল পারল না ভারতের দেওয়া ওই টার্গেটে পৌঁছাতে।

নেপালের বিরুদ্ধে ২৩ রানে জিতল ভারত। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে নেপাল তোলে ১৭৯ রান। এই জয়ে ভারত পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে। ভারতের হয়ে ব্যাটিংয়ে আর যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন তিনি হলেন রিঙ্কু সিং। ফিনিশারের ভূমিকা পালন করে ১৫ বলে নট আউট ৩৭ করেন। আর শিবম ১৯ বলে ২৫ করেন।

বোলিংয়ে লেগস্পিনার রবি ও সাই কিশোর চমৎকার বোলিং করেন। রবি চার ওভার বল করে ২৪ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩টে উইকেট। আর ৩ উইকেট আবেশ খানেরও। অর্শদীপ সিং নিয়েছেন ২ উইকেট।

কোডার্মায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

কোডার্মা, ৩ অক্টোবর (হি.স) : ঝাড়খণ্ডে এক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে, ঝাড়খণ্ডের কোডার্মার চাঁদোয়ারা থানার অন্তর্গত উরওয়ান গৌরী সেতুর কাছে। মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ দুটি গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই বাইক আরোহী দুই যুবকের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, তারা দুজনের জেই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনায় অকালে দুজনের প্রাণ চলে যায়।

মৃত দুই বাইক আরোহী যুবকের নাম জোহিত কুমার এবং মহসিন আনসারি। দুজনেরই বয়স ২২ বছর। তাঁরা দুজনেই জয়নগরের বাসিন্দা। আজ সকালে দুই যুবক জেই পরীক্ষা দিতে বাইকে করে হাজারিবাগ যাচ্ছিল। গৌরী নদীর সেতুর কাছে একটি ওয়াগন আর একটি গাড়ির সঙ্গে তাদের বাইকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুই যুবকের মৃত্যু হয়।

তানোট মাতা মন্দির দর্শন করলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে

জয়সলমের, ৩ অক্টোবর (হি.স) : রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে আজ তানোট মাতা মন্দিরে প্রার্থনা জানান। তানোট মাতা মন্দির দর্শন উপলক্ষ্যে তিনি মঙ্গলবার ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে একদিনের সফর করেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার পৌঁছোলে বিজেপির জেলা সভাপতি চন্দ্রপ্রকাশ শারদার নেতৃত্বে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে তানোটের বিএসএফ প্রাঙ্গণে বিজয়স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ডিআইজি যোগেন্দ্র সিং রাঠোর তাঁকে বিএসএফ ক্যাম্পাসে স্বাগত জানান। যোগেন্দ্র সিং রাঠোর বিএসএফ ক্যাম্পাসের মন্দির কমপ্লেক্সের কাজ সম্পর্কে বসুন্ধরা রাজেকে জানান। তানোর মাতার মন্দিরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা শেষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেশ ও রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। এরপর তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে বিএসএফ অফিসারদের মাতার ছবি, প্রসাদ ও চুনরি উপহার দেন।

সুরাটের বম্বে মার্কেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, দমকলের অক্লান্ত চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

সুরাট, ৩ অক্টোবর (হি.স.): গুজরাটের সুরাটে ভয়াবহ আগুন লাগল জনপ্রিয় বম্বে মার্কেটে। মঙ্গলবার সুরাটের বম্বে মার্কেটে অবস্থিত একটি শোরুমে আগুন লাগে।

আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকলের ১০-১২ টি ইঞ্জিনের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

সুরাট পৌর নিগমের প্রধান দমকল অফিসার কৃষ্ণ মোড় বলেছেন, সুরাটের বম্বে মার্কেটের একটি শোরুমে আগুন লেগেছে, ১০-১২টি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন।

জয়সলমেরে একটি ব্যাঙ্কের ছাদে ভয়াবহ আগুন

জয়সলমের, ৩ অক্টোবর (হি.স) : রাজস্থানের জয়সলমের শহরে একটি ব্যাঙ্কের ছাদে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার ভোররাতে জয়সলমের শহরের একটি এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের ছাদে হঠাৎ আগুন লাগে। খবর পেয়ে পৌরসভার দমকলের দুটি ইঞ্জিন ব্যাঙ্কে এসে অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ব্যাঙ্কের ছাদে থাকা জেনারেটরসহ অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। দমকল বিভাগের কর্মীরা সঠিক সময়ে এসে আগুন নেভায়। নাহলে বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারতো। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে।

পুরসভার দমকল বিভাগের কাছ থেকে জানা গিয়েছে যে, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের গার্ড ব্যাঙ্কের ছাদে আগুন লাগার ঘটনা জানায়। গার্ড জানায়, ব্যাঙ্কের ছাদে রাখা জেনারেটরে হঠাৎ করেই আগুন লাগে।

তারপরই দমলের দুটি ইঞ্জিন ব্যাঙ্কে এসে অনেকক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে [illegible]

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা উপকূলের জেলাগুলিতে

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ খুব ধীর গতিতে ঝাড়খণ্ডের দিকে এগোচ্ছে, আর তাই আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আপাতত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

তবে, উপকূলের জেলা যেমন-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকছে। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া বিজ্ঞানী সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ৪৮ ঘন্টা প্রধানত মেঘলা থাকবে আকাশ, মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হবে। ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে উপকূলের কয়েকটি জেলায়। ৫ অক্টোবর পশ্চিমের জেলাগুলিতে একটু বেশি বৃষ্টি হবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ওই দিন পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার আকাশ আপাতত মেঘলা থাকবে এবং দু"-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। মঙ্গলবার সকালেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলিতে বৃষ্টি হয়েছে।

ঘুস : হাইলাকান্দিতে ভিজিল্যান্স অফিসারদের কাছে হাতেনাতে ধৃত অসম পুলিশের এএসআই

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : ঘুসের ১০ হাজার টাকা নিতে গিয়ে ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশনের অফিসারদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন অসম পুলিশের জনৈক অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই)। ধৃত এএসআই দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার আবদুল্লাপুর পুলিশ ওয়াচ পোস্টের হিতুষ নাথ। একটি মামলার সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তি করার জন্য এক ব্যক্তির কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন এএসআই হিতুষ নাথ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি ঘুসের টাকা না দিয়ে সোজা শরণাপন্ন হন ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন অধিকরণের।

এর পর ভিজিল্যান্স অফিসারদের কষা ছক অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার এএসআই হিতুষ নাথকে নগদ দশ হাজার টাকা দিতে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি।

সে সময় বাইরে সাদা পোশাকে অবস্থানকারী ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশনের অফিসাররা ছুটে গিয়ে হাতেনাতে টাকা সহ এএসআই হিতুষ নাথকে পাকড়াও করেন।

তদন্তকারী সংস্থা নিজেদের কাজ করছে, নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রসঙ্গে মন্তব্য অনুরাগ ঠাকুরের

ভুবনেশ্বর, ৩ অক্টোবর (হি.স.): নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের অভিযান প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, তদন্তকারী সংস্থা নিজেদের কাজ করছে। মঙ্গলবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'তদন্তকারী সংস্থাগুলি নিজেদের কাজ করছে। এজেন্সি যদি ব্যবস্থা নেয়, তাহলে অবশ্যই প্রমাণ অথবা অভিযোগের ভিত্তিতে হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর জোর দিয়ে বলেছেন, 'তদন্তকারী সংস্থা নিজেদের কাজ করছে। এজেন্সিগুলি যদি ব্যবস্থা নেয়, তাহলে অবশ্যই প্রমাণের ভিত্তিতে তা করছে।' উল্লেখ্য, আরও একবার সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে উঠে এসেছে নিউজ পোর্টাল সংস্থা নিউজ ক্লিক। এই সংস্থার বিরুদ্ধে উঠেছে বিস্ফোরক অভিযোগ। অর্থের বিনিময়ে চিনের প্রচার করছে এই নিউজ পোর্টাল, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং বেআইনি কার্যকলাপ আইনের অধীনে ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করেছে দিল্লি পুলিশ। এরই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে মিডিয়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ৩০টির বেশি জায়গায় অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশ। কয়েকজন সাংবাদিকের বাড়িতেও হানা দেয়। যদিও এখনও অবধি ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করার খবর মেলেনি।

৫.৩ ও ৬.৩ তীব্রতার জোড়া ভূমিকম্প পশ্চিম নেপালে, কেঁপে উঠল দিল্লি-সহ ভারতে নানা রাজ্য

কাঠমান্ডু ও নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পশ্চিম নেপাল।

নেপালে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে উঠেছে ভারতের রাজধানী দিল্লি-সহ নানা রাজ্যে।

নেপালের জাতীয় ভূমিকম্প মনিটরিং ও রিসার্চ সেন্টারের মতে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৩ ও ৬.৩। যদিও, ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, ভূমিক

স্বস্তিকা তপস্যার ধারাবাহিকতার প্রতীক : মোহন ভাগবত

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : "তপস্যার ধারাবাহিকতাই কাজের সিদ্ধি নিয়ে আসে। স্বস্তিকা এর উদাহরণ।" জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্বের আদর্শকে লালনকারী সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার কলকাতা সংলগ্ন হাওড়ার বিখ্যাত বেলুড় মঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, ভারত মাতার স্বাধীনতার মাত্র কয়েকদিন পর স্বস্তিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সাথে স্বস্তিকা পত্রিকার ৭৫তম বার্ষিকীকে যুক্ত করে ভাগবত বলেন, একদিকে দেশ স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে, অন্যদিকে স্বস্তিকারও অমৃত মহোৎসব। এটি ৭৫ বছর ধরে নিরন্তর তপস্যার সাথে পরিচালিত হয়েছে যা ফল দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই তপস্যা অব্যাহত রাখতে হবে। মোহন ভাগবত বলেন, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন তারা স্বাধীনতার পূর্ণতা নিয়ে চিন্তা করেছেন। এখন একই বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে। তিনি জি ২০-র বিপুল সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে, ভারত জি ২০-র মঞ্চ থেকে সমগ্র বিশ্বকে তার চিরন্তন ঐতিহ্য বসুধৈব কুটুম্বকমের মন্ত্র দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা সবাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দাস। ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর সঙ্কট দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। যখনই ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে, ঈশ্বর তাঁর অবতারের জন্য ভারতভূমিকে বেছে নিয়েছেন। পৃথিবী দুই হাজার বছর ধরে ভারতের পথ বেছে নিয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা ঋষিদের দেখানো পথে চলতে পারছি না। তিনি বলেন, ভারতীয় ঋষিদের দেখানো পথ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা কাজ করে যাব।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৈত্রী সেতু, বাংলাদেশের সাথে রেল সহ বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে ত্রিপুরার চেহারা বদলে যাবে। ত্রিপুরা আগামী দিনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, কাজের কোন বিকল্প হয় না। গ্রামোন্নয়ন এবং প'ায়েত দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার ফলেই জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছে রাজ্য। তিনি বলেন, জাতীয়স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুরস্ক'ত হলে আমাদের সকলেরই অত্যন্ত গর্ববোধ হয়। আগামী দিনে সারা দেশের প্রায় ২.৫ লক্ষ প'ায়েতের কাছে ত্রিপুরার প'ায়েতসমূহ রোল মডেল হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প'ায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গ্রাম এলাকার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। রাজ্যের অন্যান্য পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকেও শক্তিশালী করার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, রাজ্যের ১১৭৬টি গ্রাম প'ায়েত এবং ভিলেজ কমিটিগুলিতে ইউপিআই ভিত্তিক লেনদেন ব্যবস্থা চালু করে ত্রিপুরা সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সম্পতি জি-২০ সম্মেলনে ভারতের পাবলিক ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিষয়ে সারা বিশ্ব ভারতের প্রশংসা করেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ই-ক্যাবিনেট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি ইতিমধ্যে ৫৬টি দপ্তর ও সংস্থা সম্পর্ণ ই-অফিস চালু করার ফলে শংসা পত্র লাভ করেছে। স্বাগত বক্তব্যে গ্রামোন্নয়ন ও প'ায়েত দপ্তরের সচিব ডা. সন্দীপ আর রাঠোর জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) প্রায় ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ২টি ঘর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই সাফল্যের জন্য ভারত সরকার আরও ১,৩০,০০০ ঘর বরাদ্দ করেছে। অনুষ্ঠানে ইউপিআই লেনদেনের উপর নির্মিত একটি তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকগণও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ৮ জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতিগণ, সহকারি সভাধিপতিগণ, প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, জেলাশাসকগণ সহ ত্রিস্তর প'ায়েতস্তরের জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২ মাসের মধ্যে ধরনারত 'বঞ্চিত'দের টাকা দেওয়ার ঘোষণা অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : কেন্দ্র না দিলেও আগামী দু'মাসের মধ্যে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা পাবেন তৃণমূলের 'মিশন দিল্লি'তে অংশ নেওয়া বঞ্চিতরা। যন্তরমন্তরের সভা থেকে এমনই ঘোষণা করলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, দরকার পড়লে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের এক মাসের বেতন দিয়ে দেবেন।একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া আদায়ের দাবিতে দিল্লি অভিযানের কথা ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক। তাঁর দাবি ছিল এক লক্ষ লোক নিয়ে দিল্লি অভিযান করবেন। কিন্তু শেষ মেষরাজ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ দিল্লিতে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে আড়াই হাজার জনের তালিকা তৈরি করেছেন অভিষেক। মিশন দিল্লিতে তৃণমূলের সফরসঙ্গী হয়েছেন এই আড়াই হাজার বঞ্চিত। এদের কারও বকেয়ার পরিমাণ ৮ হাজার, কারও ১০ হাজার টাকা। অভিষেক এদিন দিল্লি থেকেই ঘোষণা করেছেন, "এই আড়াই হাজার মানুষ যে মানসিকতা নিয়ে দিল্লিতে এসেছেন, এদের প্রত্যেকেরই টাকা দু মাসের মধ্যে মিটিয়ে দেব। এটা কেন্দ্র সরকারের দেওয়ার কথা। রাজ্য সরকারও দেয়। এভাবে টাকা দেওয়া হয়তো সাংবিধানিকভাবে ঠিক নয়। কিন্তু আমরা এই আড়াই হাজার মানুষের টাকা দুমাসের মধ্যে মিটিয়ে দেব। দরকার পড়লে তৃণমূলের পঞ্চায়েত, পুরসভা মিলিয়ে প্রায় ৭০ হাজার জনপ্রতিনিধি আছেন। তাঁরা এক মাসের বেতন নেবেন না।"

জমি বরাদ্দ

● প্রথম পাতার পর

কমিশনারকে এক চিঠিতে একথা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ১৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নয়াদিল্লিতে নতুন একটি ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করতে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সা'নোর সাথে কথা বলেছিলেন।

পেলেন ৩ বিজ্ঞানী

● প্রথম পাতার পর

তরফে জানানো হয়েছে, এই তিন বিজ্ঞানী আলোর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত স্পন্দন তৈরি করার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। যা পদার্থে ইলেকট্রন ডায়নামিক্সের অধ্যয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যয়নে কাজে আসবে। তাঁদের প্রাপ্ত পুরস্কারমূল্য ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রাউন অর্থাৎ ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৮৩ কোটি টাকা।

প্রতিবছর অক্টোবরের প্রথম সোমবার থেকে শুরু হয় নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা। সে হিসেবে এবার নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা শুরু হয় গতকাল সোমবার থেকে। করোনাভাইরাসের টিকার প্রযুক্তি আবিষ্কার করে এবার দুই বিজ্ঞানী চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল বিজয়ী দুই বিজ্ঞানীর নাম ক্যাটালিন ক্যারিকো ও ড্রু ওয়েইসম্যান। এবার ঘোষিত হল পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ীদের নাম।

অব্যাহত

● প্রথম পাতার পর

দখলদারদের আগেই নির্মাণ ভেঙে ফেলার বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার বলা হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই তাতে কর্নপাত করেননি। তাই থেকে দূগাপুজো পর্যন্ত বেআইনিভাবে দখল করে রাখা জায়গা মুক্ত করা হবে।এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, বিগত দিনে যারা আগরতলা পুর নিগম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা নিজেদের কাজ সঠিক ভাবে করেননি। ২০১৮ সালের পর রাজ্যে সরকার গঠন হওয়ার পর আগরতলা পুর নিগম কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, জিবি বাজারের রাস্তার দীর্ঘ করার দরকার রয়েছে। তাই আজ বুলডোজার দিয়ে দোকান পাট ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এদিন সন্ধ্যায় পুর নিগমের মেয়রের উপস্থিতিতে পৌরনিগমের টাস্ক ফোর্স এবং রাজ্য পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় পোস্ট অফিস থেকে মোটর স্ট্যান্ড এলাকায়। এদিন এই এলাকায় যারা বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করে দোকান খুলে বসেছেন তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে যারা সরকারি নিয়ম না মেনে নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে ব্যানার, হুড লাগিয়েছেন সেগুলিকে ড্রজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় মেয়র বলেন, ইতিমধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করে, পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে, মাইক যোগে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বেআইনি দোকানপাট সরিয়ে দেওয়ার জন্য। তবে তবুও কিছু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে রাস্তায় দোকানপাট খুলে বসেছেন বলে জানান মেয়র। তাদের বিরুদ্ধেই এদিন এই অভিযান বলে জানিয়েছেন মেয়র। উপস্থিত ছিলেন দীপক মজুমদার, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ আরো অন্যান্য আধিকারিকেরা।

প্রতারক

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয় টাকা না দেওয়ায় মেয়েকে রাখা সম্ভব হবে না। অভিযোগ সোনামুড়া, বক্সনগর এবং ধনপুর এলাকার বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই আজার কাজি নামের প্রতারক যুবকটি। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাধা কিশোরপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা। তারা থানায় গিয়ে জানতে পারে অভিযুক্ত প্রতারক আজার কাজির বিরুদ্ধে ২০১৮ সাল থেকে মামলা রয়েছে। প্রতারনা কান্ডে সে সিদ্ধহস্ত। বর্তমানে সে পলাতক বলে খবর। পুলিশ তাকে আটক করার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত তার কোনো হদিস মেলেনি। ঘটনায় চিন্তিত প্রতারিত অভিভাবকরা। সংকটে প্রতারিত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত।

সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ। আটককৃত দুই যুবকের নাম অজয় কুমার রায় ও মনীষ রায়। আরও চারজন নেহা কারবারীকে পূজার আগেই আটক করা হবে বলেও জানিয়েছেন সদর এসডিপিও। এদিনের অভিযানে উদ্ধারকৃত নেশাসামগ্রীগুলির সর্বমোট বাজার মূল্য ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন সদর এসডিপিও। মূলত আসন্ন শারদোৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে কাটানোর জন্য এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

পরিবহন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক শারদোৎসবের সরকারি নির্দেশিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লদাস, ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সমাজসেবী তড়িৎ দেববর্মা প্রমুখ। সভায় মহকুমার বিভিন্ন ক্লাব ও বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধি, পূর্ত, আরক্ষা, বিদ্যুৎ এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এটিটিএফ

● প্রথম পাতার পর

কার্যকলাপের ধারা ৩ এর উপধারা (১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের আইন অনুযায়ী ১৯৬৭(১৯৬৭ এর ৩৭) কেন্দ্রীয় সরকার এনএলএফটি এবং এটিটিএফ- কে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ৩ অক্টোবর ২০২৩ থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় গান্ধী জয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গতকাল সারা রাজ্যে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যোৎ দে সরকার। উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন ম' নাথ, মহকুমা শাসক বি কে এইচ বি, সমাজসেবী শ্যামল নাথ, পদ্মপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অজিত দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্ব সমর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতে গান্ধীজির প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর পর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীগণ সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ধর্মনগর পুর পরিষদের উদ্যোগে সচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক স'ীব কুমার দাস। মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় আমবাসা টাউনহলে শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আমবাসা পুর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর। উদ্বোধক, অনুষ্ঠানের সভাপতি আমবাসা পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্ক'তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুমন দেবনাথ, আমবাসা পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও সমীরণ রায়, শিক্ষক স্বপন নম সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের ধলাই কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা চন্দন সরকার।

খোয়াইয়ে পুরানবাজার হরিমন্দিরের নাট মন্দিরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ও বক্তব্য রাখেন খোয়াই জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুব্রত মজমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা। উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের সদস্য মৃত্যু'য় নাথ শর্মা, পীযূষ কান্তি চৌধুরী, প্রীতি মজমদার, পূজা দাস, স্বপা দত্ত প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের খোয়াই কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক বিশ্বজিৎ বণিক। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ ও উপস্থিত জনসাধারণ সাফাই অভিযানে অংশ নেন।

বিলোনীয়ার বরজ কলোনীস্থিত গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গতকাল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গান্ধী জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজ বাহিদ এ । উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক, পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুশংকর ভৌমিক প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলার র'তি দাস বৈদ্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা।

শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গান্ধী জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যবত সাহা, কাউন্সিলার নেপাল চন্দ্র দাস, কাউন্সিলার শ্যামলাল দেবনাথ, কাউন্সিলার ম'তি সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী দুলাল দেবনাথ মহাত্মা গান্ধীর প্রতিক'তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন ও বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রাজেশ দেবনাথ। স্থানীয় শিল্পীগণ দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন।

অমরপুর টাউনহলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় গান্ধী জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক র'তি দাস। উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য মহীভূষণ চক্রবর্তী, মহকুমা শাসক প্রশান্ত বাদল নেগী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবা'লী রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমরপুর নগরপ'ায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা। অতিথিগণ মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নগরপ'ায়েত এলাকার সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বসে আঁকো ও ক্যাইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়।

যতনবাড়ি কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন করবুক মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক অরজিত দেববর্মা। মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ভাস্কর ভ-াচার্য, যতনবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামাজিক স্বাস্থ্য আধিকারিক রূপালী চাকমা। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কালাচান বণিক। অনুষ্ঠানে শিল্পীগণ দেশাত্ববোধক সংগীত পরিবেশন করেন। করবুক বাজার ও যতনবাড়ি বাজার এলাকায় সাফাই অভিযান করা হয়।

সাবমে গান্ধী জন্মজয়ন্তী পালন করা হয় ঋষি অরবিন্দ মিলনায়তনে। মহকুমা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায়। বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ সাবম নগরপ'ায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস, মাইকেল মধুসূধন দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ অনুপম গুহ মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবম নগরপ'ায়েতের সদস্য রতন চক্রবর্তী, প্রদীপ দাস, রণজিৎ রায় চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সাবম নগরপ'ায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে। স্থানীয় শিল্পীগণ সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। গান্ধী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্ক'ত করা হয়।

কুমারঘাটে বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন প্রাক্তন শিক্ষক রবীন্দ্র সিনহা। সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী পবিত্র দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক সুভাশিস সেনগুপ্ত। স্থানীয় শিল্পীগণ সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। সকালে অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরী। শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

পানিসাগর টাউনহলে মহাত্মা গান্ধী জন্মজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানিসাগর নগরপ'ায়েতের কার্যনির্বাহী আধিকারিক সুভাষ আচার্য। উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগরপ'ায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধন'য় দেবনাথ, সমাজসেবী বিবেকানন্দ দাস, সমাজসেবী নিরুপম দে প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগরপ'ায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীগণ দেশাত্ববোধক সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

ছৈলেংটা কমিউনিটি হলে গান্ধী জন্মজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদের সদস্য স'য় দাস। উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম শিমুল চন্দ্র দাস, লংতরাইভ্যালি সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক ড. সামসুর আলম চৌধুরী এবং সমাজসেবী বজলাল ত্রিপুরা। অতিথিগণ গান্ধিজীর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। কা'নপুরের সাতনালা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কা'নপুর মহকুমা ভিত্তিক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয

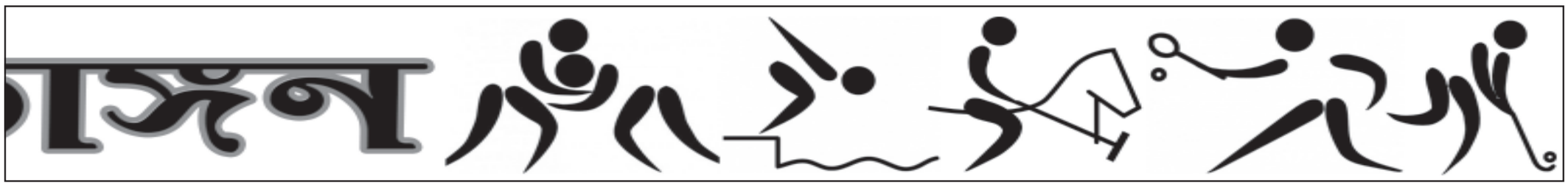

বিশ্বকাপে এবার আফগানিস্তান আর আন্ডারডগ নয়

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): গত ২০১৯ বিশ্বকাপে আন্ডার ডগ ছিল আফগানিস্তান।এবার কিন্তু তারা তা নয়। আফগানরা এখন রীতিমতো শক্তিশালী দল।এই উপমহাদেশে যে কোন দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে তারা।

আফগানদের ওপেনিং লাইন আপ খুবই ভালো। ওপেনিংয়ে রহমানুল্লাহ গুরবাজ সমীহ করা নাম। গত কয়েক বছরই আফগানিস্তানকে ভরসা দিচ্ছে গুরবাজ। এই ওপেনারের অভিজ্ঞতা বিশ্বকাপের বড় মঞ্চে দলের জন্য বাড়তি পাওয়া। আফগানদের ইনিংসের ভীত গড়ার দায়িত্বটা তার কাঁধেই থাকছে। গুরবাজের সঙ্গে ওপেন করবেন ইব্রাহিম জাদরান। তার সাম্প্রতিক ফর্ম খুব একটা ভালো না হলেও তিনি মাঝে মধ্যে দলকে ভরসা দিচ্ছেন। এই দুইজনের ব্যাকআপ হিসেবে আছেন রিয়াজ হাসান।

তিন নম্বরের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যাটিং করবেন রহমত শাহ। বড় ইনিংস খেলার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। এই পজিশনে গত দু"বছর রহমত আফগানদের খুবই ভরসা দিচ্ছেন। চারে খেলবেন হাশমতউল্লাহ শাহিদি। তিনি দলের অধিনায়ক। অধিনায়কত্ব সামলানোর পাশাপাশি দলকে বড় সংগ্রহ ও আসছে তার ব্যাট থেকে। পাঁচে খেলবেন নজিবুল্লাহ জাদরান। অভিজ্ঞ এই ব্যাটার মিডল অর্ডারে আফগান দলের বড় ভরসার নাম। তার পাওয়ার হিটিং ব্যাটিং দলের জন্য বাড়তি পাওয়া। মিডল অর্ডারে ব্যাকআপ হিসেবে থাকবেন ইকরাম আলী। যিনি প্রথম উইকেটকিপার গুরবাজের বিকল্পও।

সবচেয়ে বড় কথা দলে চাই ভালো অলরাউন্ডার।সেটাও আফগানিস্তানের স্কোয়াডে আছে। একজন দুজন নয়, বেশ কয়েকজন অলরাউন্ডার আছে। ব্যাটিং-বোলিং দুইটাই করতে পারেন ৪ জন আছেন আফগানিস্তানের দলে। এই তালিকায় আছেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রহমত শাহ ও রশিদ খান। এদের মধ্যে রহমত, রশিদ আর নবি একাদশে নিয়মিত খেলবেন।এটা তো সকলেই জানেন। আর উইকেট ও প্রতিপক্ষ বিবেচনায় সুযোগ আসবে আজমতউল্লাহরও।

আর বোলিং বিভাগে আফগানদের বড় শক্তির জায়গা স্পিন বিভাগ। যেখানে গত কয়েক বছর ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রশিদ খান। এই লেগ স্পিনার এই মুহূর্তে বিশ্ব ক্রিকেটের সেরাদের একজন। ব্যাট হাতেও তিনি চমক দেখাতে পারেন। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে আফগান অধিনায়ক শাহিদির সবচেয়ে বড় অস্ত্রটাও রশিদ খান। স্পিনে রশিদের বিশ্বস্ত সঙ্গী মুজিব উর রহমান। এই দুই জনের রসায়ন যেকোনো প্রতিপক্ষের জন্যই বড় হুমকি। এই স্পিন জুটির সঙ্গে এবার যোগ হয়েছেন এইতরুন লেগ স্পিনার নূর আহমেদ। ইতোমধ্যেই তিনি আলো ছড়িয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। বিশ্বকাপের আসরে যে তরুণরা এবার লাইম লাইটে থাকবেন তাদের মধ্যে আছেন এই লেগ স্পিনার! এদের সঙ্গে মোহাম্মদ নবিও বল হাতে কার্যকরী ভূমিকা রাখেন।

নতুন বলে বল করার দায়িত্ব থাকবে ফজল হক ফারুকির কাঁধে। এই বাঁহাতি মিডিয়াম পেসারের গতি আর সুইং যেকোনো ব্যাটারের জন্যই বিপদজনক। তার সঙ্গে থাকবেন নাভিন উল হক। একাদশে এই দুইজনকেই নিয়মিত দেখা যেতে পারে। স্পিন নির্ভর বোলিং আক্রমণ থাকায় তিন পেসারকে নিয়ে মাঠে নামার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে যদি তিনজন পেসার সুযোগ পায় তাহলে এই তৃতীয় পেসার হবেন তরুণ আব্দুল রহমান।

আফগানিস্তান স্কোয়াড: হাশমতউল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, রিয়াজ হাসান, রহমত শাহ, নাজিবুল্লাহ জাদরান, মোহাম্মদ নবি, ইকরাম আলীখিল, আজমতুল্লাহ ওমরজাই, আবদুর রহমান, রশিদ খান, মুজিব উর রহমান, নূর আহমদ, ফজল হক ফারুকি, নাভিন উল হক।

এবার বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস নজর কাড়বে

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি .স.): জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অংশ নেয় মোট ১০ দল। সেখান থেকে দ্বিতীয় হয়ে সুপার সিক্সে কোয়ালিফাই করে নেদারল্যান্ডস। সুপার সিক্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং জিম্বাবুয়ের মতো দলকে হারিয়ে মূল পর্বে জায়গা করেছে ডাচরা।

ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার জন্য বাছাই পর্বে বেশ কয়েকজন শীর্ষ সারির ক্রিকেটারকে পায়নি নেদারল্যান্ডস। তা সত্ত্বেও মূল পর্বে গেছে তারা। তবে মূল পর্বে পূর্ণ শক্তির দলই পাচ্ছে ডাচরা।

বিশ্বকাপে ডাচদের হয়ে ইনিংস শুরু করবেন ম্যাক্স ও"ডাউড। দলকে ভালো শুরু এনে দেওয়ার দায়িত্বটা এই অভিজ্ঞ ওপেনারের কাঁধেই থাকবে। ডাউডের সঙ্গী হবেন কুড়ি বছরের তরুণ বিক্রমজিত সিং। এই তরুণ নিজের দিনে বিপজ্জনক হয়ে ওঠতে পারেন। কারন বাছাই পর্বে ওমানের বিপক্ষে ১১০ রানের ইনিংস খেলেছেন।এমন বার্তাই দিয়ে রেখেছেন।

তিন নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে খেলবেন দলের অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। দলকে ভালো ভীত গড়ে দেওয়ার দায়িত্বটা তার ওপরেই পড়বে। টপ অর্ডারের আরেক ব্যাটার ওয়েসলি বারেসি। তিনি মূলত ব্যাকআপ হিসেবে থাকবেন।

আর এই দলটার বড় শক্তির জায়গা অলরাউন্ডার।

নেদারল্যান্ডএর ১৫ জনের স্কোয়াডে ৬ জনই স্বীকৃত অলরাউন্ডার। কলিন অ্যাকারম্যান, বাস ডি লিডিরা জেনুইন অলরাউন্ডার। তাই ডি লিডিকে নিয়ে বাড়তি পরিকল্পনা থাকবে প্রতিপক্ষেরও। কারণ এডওয়ার্ডসের ট্রাম্প কার্ড হতে পারেন এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। আর অ্যাকারম্যান নেদারল্যান্ডএর মিডল অর্ডারের স্তম্ভ। আর অলরাউন্ড তালিকায় বাকি চার নাম- সিব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখট, তেজা নিদামানুরু, রোলফ।

ডাচদের স্পিন বিভাগে আছেন আরিয়ান দত্ত ও সিরাজ আহমেদের মতো তরুণরা। হাত ঘুরাতে পারেন সাকিব, ফন ডার মারওয়ে, তেজা, এঙ্গেলব্রেখটরাও।

আর পেস বিভাগের নেতৃত্বে থাকবেন পল ফন মিকেরেন। এই ডানহাতি পেসার সঙ্গী হিসেবে পাচ্ছেন লোগান ফন বিক, রায়ান ক্লেইন ও ডে লিডিকে।

নেদারল্যান্ডস স্কোয়াড:

স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), বিক্রমজিত সিং, কলিন অ্যাকারম্যান, শারিজ আহমেদ, ওয়েসলি বারেসি, লোগান ফন বিক, আরিয়ান দত্ত, সিব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখট, রায়ান ক্লেইন, বাস ডি লিডি, পল ফন মিকেরেন, রোলফ ফন ডার মারওয়ে, তেজা নিদামানুরু, ম্যাক্স ও"ডাউড ও সাকিব জুলফিকার।

GOVT.DEGREE COLLEGE, DHARMANAGAR
ADVERTISEMENT
ADMISSION IN P.G.COURSES OF GDC, DHARMANAGAR
ACADEMIC YEAR: 2023-2024 30.09.2023

Applications are invited for taking admission in P.G Courses of Govt.Degree College,Dharmanagar from the willing applicants. There are 15 nos. seats allotted for Bengali and 10 nos. for English subject. Eligibility of the candidate should be graduate from any recognized university. Interested applicants are requested to download the Application Form from the college website and submit duly filled-up hard copy of the same in the Academic section by 10th October, 2023 during working days from 12 noon to 3 pm.
Admission will be done on the basis of merit list following the state reservation policy. For further information go through guidelines for,P.G. admission which is available in our college website www. gdcdharmanagar.in

ICA/D-1061/23

Dr. Reghunandan Das
Principal in charge
GDC, Dharmanagar

PNIeT NO- 31/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T-75/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 811654.00	17-10-2023
2	DNIe-T-84/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 970064.00	
3	DNIe-T-85/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 970064.00	
4	DNIe-T-86/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 970064.00	
5	DNIe-T-87/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 970064.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-2523/23

Tender Notice

NIA No.F. 3-24/SDFO/ABS-22/Building/ Dev/11477 509 dated 26/09/2023 invites bid Seale quotation is hereby invited o0n behalf of the Governor of Tripura invited from the resurceful manufactuere/ distributer / Authorised dealers / agency for supply of the chainling mesh for fencing works as per terms and conditions indicated in the notice which will be received in the office of the Sub-Divisional Forest Officer, Ambassa Forest Sub-Division, Dhalai, Tripura from 27/09/23 to 06/10/23 in between 10.0 AM in all working days and upto 4.00 PM on 06/10/23 form the bidders only by registered post/courier service and details are given in departmental website https;//forest.trpura.gov.in

ICA/C-2530/23

(P. Debbarma TFS)
Sub-Divional Forest Officer
Ambassa, Dhalai.

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the Deputy Secretary, Government of Tripura, Revenue Department, New Secretariat Building, Capital Complex, Kunjaban, Agartala invites sealed quotation from the resourceful and bonafied vehicle owners for hiring of 1 (one) Maruti Eeco Vehicle (CNG) for official use of the Directorate of Relief, Rehabilitation & Disaster Management for 1 (one) year period. The details terms & Conditions are available in the Directorate of Relief, Rehabilitation & Disaster Management (RR&DM) as well as in the website of TDMA (www.tdma.tripura.gov.in).
The sealed quotations should reach to the Directorate of RR&DM, NCC-PS Road, State Emergency Operation Centre (SEOC), Agartala on or before 10-10-2023 at 04.00 PM and the same will be opened on the same day at 4-30 pm, if possible, otherwise date will be rescheduled accordingly. The quotationers may personally remain present at the time of opening of the quotations or they may send their authorized representatives.

ICA/C-2506/23

(C.K. Malsom)
Deputy Secretary to the
Government of Tripura
Revenue Department

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:
e-PT-22/EE/RD/ KGT/DIV/2023-24 Dt.26/09/2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from , the eligible bidders up to 41.00 A.M. of 10/10/2023 for 06 nos. works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 , (M)/ e-mail- eentkgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

ICA/C-2514/23

Executive Engineer
RD Kumarghar Division

সিলেকশন ট্রায়াল ঘিরে বয়সভিত্তিক রাজ্য ব্যাডমিন্টন আসরে এন্টি আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। আগামী ১৪ ও ১৫ অক্টোবর, অনূর্ধ ১১ বছর এবং অনূর্ধ ১৩ বছর বয়সী বালক-বালিকাদের রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগরতলায়। বয়স ভিত্তিক পাঁচটি বিভাগে যেমন বালক দের সিঙ্গলস, বালিকা দের সিঙ্গলস, বালক দের ডাবলস, বালিকা দের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে প্রতিযোগিতা হবে। উল্লেখ্য টুর্নামেন্টে যারা যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে এই ফোন নাম্বার ৯৭৭৪১৪১৬৯৮ এবং ৯৭৭৪০২৯৮৬১ নম্বরে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করার জন্য। এদিকে, ১৫ - ১৮ নভেম্বর কলকাতায় অনূর্ধ ১১ বছর বয়সী বালক - বালিকা দের জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২১ থেকে ২৪ নভেম্বর

গোলের দেখা নাই : এগিয়ে চলো ও রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যাচও গোলশূন্য ড্র

এগিয়ে চলো সংঘ: ০ রামকৃষ্ণ ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। দ্বিতীয় ম্যাচেও গোলের খরা। তিন কাঠিতে জাল আজও নড়েনি। মাঠে দর্শকরা বলাবলি করছেন 'গোলের দেখা নাই ...'। সুপার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচের মত আজ মঙ্গলবার দ্বিতীয় খেলাটিও ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এক কথায় চার দলের-ই দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচগুলোর গুরুত্ব এখন লাগাম ছাড়া হয়ে গেলো। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল সুপার লীগের দ্বিতীয় খেলায় রামকৃষ্ণ ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘের ম্যাচটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও দু দলের কেউ তিন কাঠির জালে বল জড়াতে পারেনি। দু দলের আক্রমণ ভাগের খেলার কৌশল নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরস্পর বিরোধী দু-দলের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট আক্রমণাত্মক খেললেও পাল্টা প্রতিরোধে কেউ গোলের সন্ধান দিতে পারেনি। উপরন্ত ম্যাচের দুই অর্ধে দুই দলের পাঁচ জনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। রামকৃষ্ণ ক্লাবের থৌমাও জাম্পরেজিৎ, ভক্ত পদ জমাতিয়া, বিদ্যা চন্দ্র জমাতিয়া, এগিয়ে চলো সংঘের মোঃ শাহজাহান ও আসিফ আলী মোল্লা হলুদ কার্ড দেখেন। গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হওয়ায় দুই দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, বিপ্লব সিংহ, বিশ্বজিৎ দাস ও তাপস দেবনাথ। পরবর্তী খেলা: ৬ই অক্টোবর ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব, বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এ-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	১	০	১	০	০-০	১
এগিয়ে চলো	১	০	১	০	০-০	১
রামকৃষ্ণ	১	০	১	০	০-০	১
লালবাহাদুর	১	০	১	০	০-০	১

জাতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবলে ত্রিপুরার শেষ প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। আগামীকাল শেষ প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ু। আর ডি টি মাঠে আগামীকাল বিকেলে হবে ম্যাচটি।

জাতীয় সাবজুনিয়র বালকদের ফুটবলে। অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুরমে হচ্ছে আসর। শেষ ম্যাচে উত্তরাখন্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় ত্রিপুরার ফুটবলারদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ওই অবস্থায় শক্তিশালী তামিলনাড়ুকেও আগামীকাল কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে ফুটবলাররা আশা করছেন কোচ অনিমেষ দেব। এদিন বিকেলে হালকা অনুশীলন সেরে নেয় বেডরম দেববর্মা-রা। আপাতত আসরে ৩ ম্যাচ খেলে ২ টি ম্যাচে জয় পেয়ে বিহার এবং তামিলনাড়ুর ঠিক পেছনে রয়েছে ত্রিপুরা।

আগামীকাল তামিলনাড়ু জয় করতে পারলে অন্তত দ্বিতীয় স্থান নিয়ে রাজ্যে ফিরতে পারবে নবজ্যোতি বনিক-রা। জাতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরে এ-গ্রুপে পাঁচ দলীয় লিগে শীর্ষ স্থানীয় দল মূল পর্বে তথা সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে। অন্তিম ম্যাচের আগে ত্রিপুরা রয়েছে তৃতীয় শীর্ষে।

জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবল, গ্রুপ লিগ টেবিল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
বিহার	৩	২	১	০	২৫-১	৭
তামিলনাড়ু	৩	২	১	০	১৫-১	৭
ত্রিপুরা	৩	২	০	১	৪-১১	৬
উত্তরাখন্ড	৩	১	০	২	৯-৩	৩
আন্দামান	৪	০	০	৪	০-৩৭	০

বি. সি রায় ট্রফিতে পন্ডিচেরিকে ৭ গোলে হারানোটাই একমাত্র সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। লীগের শেষ ম্যাচে রাজস্থানের কাছে ৮ গোলে হারটাই ত্রিপুরাকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। গ্রুপ শীর্ষে থেকে দিল্লি তিন দিন আগেই সেমি ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। গ্রুপে অবশিষ্ট চার দলের পারস্পরিক শেষ লড়াই ছিল স্রেফ নিয়ম রক্ষার। তবে মূলপর্বে খেলা অধরা থাকলেও দ্বিতীয়/ তৃতীয় শীর্ষে থাকার স্বীকৃতি নিয়ে ঘরে ফিরলে আগামী দিনের মনোবল কিছুটা চাঙ্গা হয়। দিল্লিতে আয়োজিত জুনিয়র বালকদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তথা বিধানচন্দ্র রায় ট্রফি ফুটবল আসরের দ্বিতীয় স্তরের গ্রুপ সি-তে খেলে ত্রিপুরা পাঁচ দলীয় আসরে চতুর্থ শীর্ষে থেকে ঘরে ফিরছে। মোটকথা, এবারকার বিসি রায় ট্রফিতে ত্রিপুরা দল এক প্রকার মিশ্র ফল করেছে বলা যায়। পাঁচদলীয় গ্রুপে চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই হারতে হয়েছে। একমাত্র জয় পেয়েছে পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে। তাও ৭-১ গোলের বড় ব্যবধানে। প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে বিহার ও দিল্লির কাছে ০-২ এবং ০-৬ গোলে পরাজয় ত্রিপুরা দলের মনোবল অনেকটা হ্রাস করেছে। অতঃপর তৃতীয় ম্যাচে পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে ৭-১ গোলে দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরা শিবিরে আশার আলো জিইয়ে রেখেছিল। কিন্তু অন্তিম ম্যাচ ত্রিপুরাকে একপ্রকার শূন্য হাতেই ঘরে ফিরিয়েছে।

বি.সি রায় ট্রফি গ্রুপ-সি লিগ টেবিল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
দিল্লি	৪	৪	০	০	২২-০	১২
রাজস্থান	৪	৩	০	১	১৭-৩	৯
বিহার	৪	২	০	২	১৫-৪	৬
ত্রিপুরা	৪	১	০	৩	৭-১৭	৩
পন্ডিচেরি	৪	০	০	৪	১-৩৮	০

ভাইজাগে জাতীয় অনূর্ধ-১১ দাবায় ত্রিপুরার শাক্য, আরাধ্যা-রা লড়ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। লড়ছে ত্রিপুরার দাবাড়ুরা। জাতীয় অনূর্ধ-১১ দাবা প্রতিযোগিতায়। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে হচ্ছে আসর। মঙ্গলবার সকালে আসরের পঞ্চম রাউন্ডরে খেলা হয়। ৫ রাউন্ডের শেষে সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে লড়াইয়ে রয়েছে শাক্য সিনহা মোদক। বালক বিভাগে অপর দাবাড়ু মেট্রিক্স চেস আকাদেমির প্রাঞ্জল দেবনাথের পয়েন্ট আড়াই। বালিকা বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাস কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। ৫ রাউন্ড শেষে আরাধ্যার পয়েন্ট আড়াই। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার অপর দাবাড়ু অঙ্কিতা সরকারের পয়েন্ট এক। ৭ অক্টোবর পর্যন্ত ভাইজাগে রাজীব গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলবে এই আসর।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

মানুষের সমস্যা শুনে আন্তরিক ভাবে সমাধানের চেষ্টা করুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের মানুষের সমস্যাসমূহ শুনে আন্তরিকভাবে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, কাজের মধ্য দিয়েই জনপ্রতিনিধিদের মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে হবে। তাই এমন কাজ করে যেতে হবে যাতে মানুষের কাছে সেগুলি ভবিষ্যতে মরণীয় হয়ে থাকে। আজ অরুন্ধতিনগরে গ্রাম স্বরাজ ভবনে রাজ্যের প'ায়েত ও ভিলেজ কমিটিগুলিকে ডিজিটাল লেনদেনে সক্ষম হিসাবে ঘোষণা এবং জাতীয় প'ায়েত পুরস্কার ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) রাজ্যভিত্তিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। প্রদীপ প্রজলনের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত প'ায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইউপিআই লেনদেন এবং অরুন্ধতিনগর প'ায়েতরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিক প্রশিক্ষণ মাধ্যম এবং পরিষেবা যেমন পঞ্চায়েত দর্শন (থি-ডি মডেল ভিলেজ), থি ফিগার স্ট্যাচু এবং গ্রাম সভা মডেল, ওয়াক লাইবেরী, ওয়ার্ক স্টেশন এবং চাইল্ডকেয়ার রুম ইত্যাদি পরিষেবা বোতাম টিপে উদ্বোধন করেন।

গ্রামোন্নয়ন ও প'ায়েত দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া দেশ ও রাজ্যের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ দেশের অধিকাংশ এলাকাই গ্রামা'ল। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিস্তরীয় প'ায়েত রাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার স্বচ্ছ নীতিতে বিশ্বাস করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ নীতি গ্রহণ করে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, বিগত সরকার সমস্যাসমূহকে জিইয়ে রেখে ক্ষমতায় থাকত। এই সরকার মানুষের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এটাই বর্তমান ও বিগত সরকারের মধ্যে মূল পার্থক্য। বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত পথে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যে ই-অফিস, ই-ক্যাবিনেট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ত্রিস্তরীয় প'ায়েতগুলিতে আজ ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে কাগজবিহীন বিষয়টিও যুক্ত হলো। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য যেখানে এই ধরণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রাজ্য সরকারের আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধিকারিকদের নিরলস প্রচেষ্টায় তা সম্ভবপর হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে ত্রিস্তর প'ায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ত্রিস্তর প'ায়েতের জনপ্রতিনিধিদের মানুষের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাঝপথে আটকে আগরতলাগামী ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। আজ সকালে মাঝ পথে আচমকাই সাব্রুম- আগরতলাগামী রেলের সিগন্যাল বন্ধ হয়ে যায়। এতে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে উঠে। প্রচণ্ড দুর্ভোগের শিকার অসংখ্য যাত্রীরা। প্রায় ৪০ মিনিট পর রেল পুনরায় বিশালগড় স্টেশন থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল।

জানা গেছে , সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী ট্রেন মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ বিশালগড় স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। এবিষয়ে যাত্রীরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে আগরতলা স্টেশনে জায়গা না থাকার কারণে সিগন্যাল বন্ধ হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন স্টেশনের অধিকর্তারা। প্রায় ৪০ মিনিট পর ১৩৪১৯১ ট্রেনটি পুনরায় বিশালগড় স্টেশন থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিকে ব্যাপক ভাবে উপকৃত করেছে কলেজ অব ফিশারিজ ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। দেশের ১২তম ফিশারিজ কলেজ হিসাবে কলেজ অব ফিশারিজ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে। আজ লেম্বুছড়াস্থিত মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ অব ফিশারিজ এর 'রজত জয়ন্তী উৎসব' অনুষ্ঠানে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন শ্রী চেধুরী বলেন, কলেজ অব ফিশারিজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কলেজটি রাজ্যের পাশাপাশি অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মৎস্য উন্নয়নের চাহিদা পূরণে সর্বদা অগ্রণী ছিল। একটি একাডেমিক ইনস্টিটিউট হিসাবে কলেজটি মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান এবং মৎস্য খাতে উন্নয়ন করার জন্য মানবসম্পদ তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কলেজের তিনজন ছাত্র ২০১৩, ২০১৬ এবং ২০১৯ সালে তিনবার আইসিএআর - জেআরএফ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।এদিন তিনি বলেন, এই অঞ্চলের মৎস্য চাষের উন্নয়নে দরিদ্র চাষীদের জন্য মূল গবেষণা এবং প্রযুক্তি-সহায়ক অনুশীলন তৈরিতে কলেজের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রশংসিত। বর্তমানে এই ক্যাম্পাসে চলমান বেশ কয়েকটি প্রকল্প রাজ্যের বেশ কয়েকজন মৎস্য চাষিকে সরাসরি উপকৃত করছে। এই কেন্দ্রীয় কলেজ অব ফিশারিজ এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ক্ষমতা গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের মাছ চাষি, গ্রামীণ যুবক, উদীয়মান উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের উপর ফোকাস করে।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পরিবর্তনশীল কৃষি-জলবায়ু ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পরিবেশগত, আর্থ-সামাজিক কারণ বিবেচনা করে, এই অঞ্চলের কৃষকরা ও মৎস্য চাষীরা এই অঞ্চলের চাহিদা পূরণের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাই জাতীয় গড়ের তুলনায় মাছের উৎপাদনশীলতা কম থাকে।

কংগ্রেস এবং সিপিএম-কে কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : প্রাপ্য বকেয়ার দাবিতে দিল্লিতে ধর্না অভিযানে নেমেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে যন্তরমন্তরে তাদের অবস্থান চলাকালীনই দিল্লিতে বিজেপি-র সদর দফতরে জোড়াফুল শিবিরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিপক্ষ দল কংগ্রেস এবং সিপিএম-কেও এদিন কটাক্ষ করেন তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।তাঁর দাবি, তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং রয়েছে কংগ্রেস এবং সিপিএম-এর। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী শিবিরের আইএনডিআই জোটকে ''ঠগবন্ধন'' বলেও উল্লেখ করেন তিনি।শুভেন্দুবাবু বলেন, নিয়োগ দুর্নীতি থেকে একাধিক বিষয়ে রাজ্যে যে ভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে, তাতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। যদিও এদিন শুভেন্দু দাবি করেন, সিবিআই তদন্তে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।এদিন সন্ধেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করবেন শুভেন্দুবাবু। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শাহকে তথ্য দেবেন তিনি। কয়লামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীর সঙ্গেও বৈঠক রয়েছে। তৃণমূল যেমন কৃষিভবনের উদ্দেশে রওনা দেবে, শুভেন্দুবাবুও কৃষি ভবনে গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন সেখানে।কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে সাধ্বী নিরঞ্জনকে স্মারকলিপি দেবেন।

নিখোঁজ ছাত্রী উদ্ধার আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। মঙ্গলবার স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে দুপুর থেকে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায় সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিয়েও পরিবারের লোকেরা তাঁর হদিশ পাচ্ছিল না। সেই নিখোঁজ ছাত্রী উদ্ধার হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আগরতলার বটতলা এলাকায়। ছাত্রীটিকে দেখে এক অটো চালকের সন্দেহ হয়। পরে ওই অটো চালক মেয়েটিকে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেয়। খবর দেওয়া হয় মেয়েটির অভিভাবকদের। তারাও বটতলা ফাঁড়ি থানায় ছুটে আসে। জানাগেছে, ইনস্টাগ্রামে ওই ছাত্রীর সাথে পাঞ্জাবের এক যুবকের সম্পর্ক তৈরি হয়।ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

খেরীর ঘটনায় সিপিএম'র প্রতিবাদ মিছিল, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ অক্টোবর।। আজ সারা দেশ ও রাজ্যের সাথে বিলোনিয়ায় ও সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে ২০২১ সালের ৩ রা অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লাখিমপুর খেরীতে বিজেপি দলের মন্ত্রিপুত্র দ্বারা কৃষক ও সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবীতে জেলা শ্রম অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন ও মিছিল সংগঠিত করে,মঙ্গলবার বেলা বারটা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয় মিছিলটি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে থানা চৌমুহনী হয়ে, বিকেআই কর্নার, কালিনগর, রাজিব কর্নার হয়ে এক নং টিলায় এসে শেষ হয় এবং সেখানে হয় সভা। সভায় সভাপতি মন্ডলিতে ছিলেন শ্রমিক নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা, গনমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব গোপাল রিয়াং, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব গোপাল বিশ্বাস, নির্মল ভৌমিক ও কৃষক নেতা বিকাশ দে। সভাপতিমন্ডলি তৈরী করে শুরু হয় সভার কাজ, সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে উপস্থিত বক্তারা বলেন কৃষক দের নায্য মুজুরী সহ যে দাবী গুলো হল কালো আইন বাতিল করে কৃষকদের অধিকার রক্ষা করা,মোদী সরকার প্রতিশ্রুতি গুলো পালন করতে পিছু হঠছে, এর প্রতিবাদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিনিয়ত চলবে বলে জানান নেতৃত্বরা, সভাস্থল থেকে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে শ্রম দপ্তরের আধিকারিকের নিকট সিআইটিইউ দক্ষিণ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দও, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের দক্ষিণ জেলা কনভেনার বিপ্লব সান্যাল, তপশিলি সমন্বয় সমিতি রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ সহ শ্রমিক কৃষক ও বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

চিকিৎসক বদলির প্রতিবাদ জানাল মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩ অক্টোবর।। মঙ্গলবার চিকিৎসক বদলির প্রতিবাদে তোলপাড় পরিস্থিতি গন্ডাছড়ায়। এদিন সকালে গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকার মহিলারা মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে গিয়ে দাবি জানিয়েছেন সম্প্রতি গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে বদলিরত চিকিৎসককে কমলপুর হাসপাতালে না পাঠানোর জন্য। কারণ গন্ডাছড়া হাসপাতালে চিকিৎসক সংকট রয়েছে। চিকিৎসক বিনয় দেববর্মাকে যদি অন্যত্র বদলি করা হয় তাহলে মহকুমাবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে সমস্যায় পড়তে হবে। তাই স্বাস্থ্য দপ্তর যাতে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে তার দাবি জানিয়েছেন মহকুমাবাসীরা। না হলে এই গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে বদলি হওয়া চিকিৎসককে কমলপুর হাসপাতালে যেতে বাধা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। এখন দেখার বিষয় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদিন চিকিৎসক বদলি কে কেন্দ্র করে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস কক্ষের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন এলাকার মহিলারা।

লোকসভার দুটি আসন মোদিকে উপহার দিয়ে চায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ অক্টোবর।। ২০২৪ শে ত্রিপুরার দুটি লোকসভা আসন মোদীজীকে উপহার দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে শাসকদল ,বিরোধী দলের ঘরে হানা দিয়ে শাসক বিজেপি দল টানতে শুরু করেছে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের,আজও সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসালো শাসক দল, মাইনোরিটি মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরন করে নেন উপস্থিত নেতৃত্বরা, মোট বিশ জন সংখ্যালঘু ভোটার সিপিআইএম দল ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় বিজেপি শিবিরে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে সংগঠনকে সাজিয়ে তুলতে মাঠে নেমে পরেছে বিজেপি দলের নেতৃত্বরা , বিলোনিয়া বিধানসভার বিভিন্ন বুথে দলীয় কর্মসূচি প্রতিনিয়ত চলছে,তারই অঙ্গ হিসাবে বিলোনীয়া বিধানসভা জুড়ে চলছে জন সম্পর্ক অভিযান , বুথ স্বশক্তি করন অভিযান থেকে শুরু করে উঠান সভা, ঘরোয়া সভা ও সাংগঠনিক বৈঠকের মতো কর্মসূচি আজ দুপুর একটায় অনুষ্ঠিত হয় মাইনেরটি মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক, বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া মন্ডলের অন্তর্গত উত্তর ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের ভারত চন্দ্র নগর মোহিনী কমিউনিটি হলে , বিলোনিয়া মন্ডলের মাইনেরটি মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, প্রদেশ মাইনেরটি মোর্চার সম্পাদক জসীম উদ্দীন, দক্ষিণ জেলা মাইনেরটি মোর্চার সভাপতি লাল চাঁন বাদশা, বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, বিজেপি জেলা কমিটির সম্পাদক দ্বীপায়ন চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা, সাংগঠনিক বৈঠক শেষে হয় এই দিনের যোগ দান সভা।

পুজোর বাজারে চুরির ঘটনায় আতঙ্কে বিলোনিয়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ অক্টোবর।। সোমবার গভীর রাতে বিলোনিয়া শহরের বনকর বিদ্যাসাগর মার্কেটে কয়েকটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে এই নিয়ে গতএক সপ্তাহে দুই দিন এবং গত এক মাসে পরপর চার দিন এই বাজারে চুরি হলেও প্রশাসনের নেই কোন হেলদোল, পুর প্রশাসন থেকে মহকুমা প্রশাসন জেলা প্রশাসন থেকে আরক্ষা প্রশাসন সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছেন,পূজার প্রাক্কালে ধারাবাহিকভাবে এরকম চুরি ব্যবসায়ী থেকে বিলোনিয়া শহরবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, ব্যবসায়ীদের অভিযোগ প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, তাই আর পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে আগ্রহী নয় তারা,ক্ষুব্দ ব্যবসায়ীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন এইভাবে ক্রমাগত চুরি হতে থাকলে মহাজনদের টাকা শোধ করা তো দূরে থাক দেনার দায়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে হবে, গতকাল গভীর রাতে বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানের তালা ভেঙ্গে চোর চুরি করে নিয়ে যায়, এক ব্যবসায়ী জানান চার দিন আগে দোকানের তালা ভেঙ্গে চুরি করার পর গতকাল ঠিক করা হয়েছিল এবং গতকাল রাতেই আবার চুরির ঘটনা ঘটে,জেলা সদর এবং মহকুমা সদরে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে মহকুমার গ্রামগুলির অবস্থা কি তা সহজেই অনুমেয় ব্যবসায়ীরা জানান পুলিশ প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছেন তাই তাদের বলতে রাজি নেই,ব্যবসায়ীরা নিজেই ভেবে পাচ্ছেন না কোথায় বললে তাদের এই অবস্থা থেকে উত্তোরন হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের ৭৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। মঙ্গলবার সি.আই.টি.ইউ-র রাজ্য কমিটির অফিসে ওয়ার্ল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নের ৭৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সি.আই.টি.ইউ-র রাজ্য সভাপতি মানিক দে। উপস্থিত ছিলেন সি.আই.টি.ইউ-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্যরা। সি.আই.টি.ইউ-র রাজ্য সভাপতি মানিক দে জানিয়েছেন, ৯০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ওয়ার্ল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নকে দুর্বল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, পুঁজিবাদী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রয়াস চালিয়েছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। ওয়ার্ল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক অংশের মানুষের একটা লড়াকু সংগঠন। এই সংগঠন দায়িত্ব নিয়ে তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের দিকে। কারন মন্দা চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছে। মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। বেকারত্ব চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছে। দুর্নীতি চরম পর্যায়ে চলে গেছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা ছাড়া আর কোন পথ নেই এদিন উল্লেখ করেছেন সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে।

মিছিল, ডেপুটেশন ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসংঘ। এদিন মিছিলটি রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পর্বতী সময়ে পরিবহন কমিশনারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

সংগঠনের দাবিগুলি হল ,ত্রিপুরায় ব্যক্তিগত পরিবহন (প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট) শ্রমিকদের কল্যান হেতু পরিবহন শ্রমিক কল্যান বোর্ড গঠন করা হোক শ্রমিকদের জন্য পেনশন, ই এস আই সি,পি.এফ. ইত্যাদি সুবিধাগুলো প্রদান করা, অন্যান্য রাজ্যের ন্যায়, ত্রিপুরা সরকারও ফিটনেস ফাইন হিসাবে দৈনিক ৫০ টাকা জরিমানার যে প্রচলিত নিয়ম আছে অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করা,পুনরায় বিক্রয় করা ই-রিক্সার মালিকানা পরিবর্তন করার নিয়ম চালু করা ও সমগ্র ভারতবর্ষে একই রকম পরিবহন আইন চালু করতে হবে।

তাঁদের আরো দাবি, গাড়ীর রেজিস্ট্রেশানের মেয়াদ প্রচলিত ১৫ বৎসরের জায়গায় ২০ বৎসর করা হোক, ইলেকট্রিক অটো (পিয়াগো, টিয়ো ইত্যাদি) গুলির ক্ষেত্রে রোড পারমিট ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং বিক্রিত ইলেকট্রিক আটো গুলিকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে, অটো রিক্সার নতুন করে পারমিট প্রদান আবিলম্বে বন্ধ করা হোক এবং যে অটো রিক্সা পারমিট গুলি আমবাসা থেকে কমলপুর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে সেই পারমিট গুলা অতিরিক্ত ১৫ কিমির আওতায় আনতে হবে। এই দাবিগুলি পূরণ না হলে অবিলম্বে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজবুত সংঘ সর্বভারতীয় সভাপতি অসীম দত্ত।

সাংবাদিক আব্দুল সাত্তারের স্মৃতিচারণ সোনামুড়া প্রেসক্লাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩ অক্টোবর।। প্রয়াত সাংবাদিক, সোনামুড়া প্রেস ক্লাবের অন্যতম সদস্য আব্দুল সাত্তারের স্মরণে মঙ্গলবার সোনামুড়া প্রেসক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্মরণসভা। সোনামুড়া টাউন হলে আয়োজিত 'স্মরণে সাংবাদিক সাত্তার ' শিরোনামে আয়োজিত স্মরণসভায় কর্মরত সাংবাদিকরা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাক্তিত্ব প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস -চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিয়া, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুনীল দেবনাথ, জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য মাহাবুব আলম, সিপাহীজলা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি দেবাশীষ দত্ত, সোনামুড়ার বরিষ্ঠ সাংবাদিক স্বপন চক্রবর্তী, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক, প্রয়াত সাংবাদিকের স্ত্রী নাসরিন আক্তার লিজা, বড় ভাই সিদ্দিক মিয়া প্রমুখ। এদিনের স্মরন সভার সভাপতিত্ব করেছেন সোনামুড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী।

স্মরণসভায় প্রারম্ভিক আলোচনা করেন সোনামুড়া প্রেসক্লাবের সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন। বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক আলোচনা করতে গিয়ে সাত্তার''কে গুণী ও নির্ভিক সাংবাদিক হিসেবেই অভিহিত করেন। বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলেছেন আব্দুল সাত্তার শাসক -বিরোধী উভয় পক্ষের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে তার সংবাদিকতার কাজে নিরপেক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস -চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিয়া বলেছেন প্রায়ত আব্দুল সাত্তার তার সংবাদের মাধ্যমে সোনামুড়ার কোথায় কি সমস্যা তা তুলে ধরে উন্নয়নের কাজকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন।অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবব্রত ভট্টাচার্যী ,রাকেশ দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য গত ২০শে আগস্ট প্রায় দেড় বছরের রোগভোগের পর প্রয়াত হয়েছিলেন দৈনিক সংবাদে কর্মরত সোনামুড়ার সাংবাদিক আব্দুল সাত্তার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।